অধ্যায়-৪: ব্যাংক হিসাব

পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, এ অধ্যায়ে বোর্ড পরীক্ষা, শীর্ষস্থানীয় কলেজসমূহের নির্বাচনি পরীক্ষা এবং বাছাইকৃত এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্টের প্রশ্নগুলোর পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে তুমি এ অধ্যায় থেকে যেকোনো সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সহজেই লিখতে পারবে।

প্রশ্ন ▶১ আড়পাড়ার আনিস সাহেব অস্ট্রেলিয়ায় চাকরি করেন। তিনি ব্যাংকের মাধ্যমে প্রতিমাসে দেশে টাকা পাঠিয়ে থাকেন, যা স্থানীয় 'নবগঙ্গা ব্যাংক'-এ জমা হচ্ছে। তবে তিনি এবার দেশে ফিরে কিছু টাকা একত্র করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অধিক লাভজনক ব্যাংক হিসাবে রেখে দেয়ার কথা চিন্ড়া করছেন। *[ঢা. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১

খ. নমুনা স্বাক্ষর কার্ড কেন প্রয়োজন হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আনিস সাহেব কোন ধরনের হিসাবে টাকা জমা করছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আনিস সাহেবের নতুন হিসাবে টাকা জমা করা কি অধিক লাভজনক হবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকের নামে হিসাব খুলে ব্যাংক গ্রাহককে অর্থ লেনদেন ও ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের যে সুযোগ প্রদান করে তাকে ব্যাংক হিসাব বলা হয়।

খ ব্যাংক হিসাব খোলার সময় ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত যে ছাপানো কার্ডে গ্রাহক তার নাম ও নমুনা স্বাক্ষর প্রদান করে তাকে নমুনা স্বাক্ষর কার্ড বলে।

এই কার্ডে গৃহীত অনুরূপ স্বাক্ষর দিয়েই গ্রাহককে পরবর্তীতে ব্যাংকের সঙ্গে সব ধরনের লেনদেন সম্পন্ন করতে হয়। চেকের স্বাক্ষরের সাথে কার্ডের স্বাক্ষরে কোনো অমিল হলে ব্যাংক চেকটি ফেরত দেয়। তাই নমুনা স্বাক্ষর কার্ডের গুরুত্ব অপরিসীম।

গ উদ্দীপকের আনিস সাহেব সঞ্চয়ী হিসাবে টাকা জমা করছেন।

ব্যাংকিং লেনদেনের পাশাপাশি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে গ্রাহক ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলে থাকে। সাধারণত এ হিসাবে কার্যদিবসে যতবার প্রয়োজন অর্থ জমা দেয়া যায় এবং সপ্তাহে সর্বোচ্চ দু'বার অর্থ উত্তোলন করা যায়।

উদ্দীপকে আনিস সাহেব অস্ট্রেলিয়ায় কর্মরত একজন প্রবাসী। তিনি ব্যাংকের মাধ্যমে প্রতিমাসে দেশে টাকা পাঠান। উক্ত টাকা স্থানীয় 'নবগঙ্গা ব্যাংক'-এ জমা হচ্ছে। অর্থাৎ তিনি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে দেশীয় একটি ব্যাংকে টাকা জমা রাখছেন। যেহেতু সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে তিনি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে টাকা পাঠান, সেহেতু বলা যায় তিনি সঞ্চয়ী হিসাবেই টাকা জমা করছেন।

ঘ উদ্দীপকের আনিস সাহেব যে নতুন ব্যাংক হিসাব খোলার চিন্ড়া করছেন সেটি হলো স্থায়ী হিসাব। উক্ত হিসাবে টাকা জমা করা তার জন্য অধিক লাভজনক হবে।

অধিক মুনাফার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রাহকরা ব্যাংকে স্থায়ী হিসাব খুলে থাকে। মেয়াদপূর্তিতে গ্রাহকরা অধিক মুনাফাসহ জমাকৃত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ পান।

উদ্দীপকে আনিস সাহেব তার সঞ্চয়ী হিসাবের জমাকৃত অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লাভজনক হিসাবে জমা রাখতে আগ্রহী। অর্থাৎ এমন একটি ব্যাংক হিসাব খোলার চিন্ড়া করছেন যা থেকে তিনি নির্দিষ্ট সময় পরে অধিক মুনাফা সহ জমাকৃত অর্থ ফেরত পাবেন।

উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে আনিস সাহেবের জন্য ব্যাংকের স্থায়ী হিসাব অধিক উপযোগী। কারণ স্থায়ী হিসাবের গ্রাহকগণ নির্দিষ্ট মেয়াদে অর্থ বিনিয়োগের পাশাপাশি অন্যান্য ব্যাংক হিসাবের তুলনায় সর্বাধিক মুনাফা পেয়ে থাকেন, যা আনিস সাহেবের চিন্ড়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶২ খুলনার মি. সালেক একজন চাকরিজীবী। তার মাসিক ব্যয় নির্বাহ করার পর তিনি কিছু টাকা সঞ্চয় করতে পারেন। চিত্রা ব্যাংকে তিনি একটি হিসাব খুলেছেন। উক্ত হিসাবে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ জমা রাখেন। হিসাব খোলার কয়েকদিন পরেই অর্থ উত্তোলন করতে ব্যাংকে গেলে, শর্ত পূরণ হয়নি বলে, তাকে টাকা দিতে ব্যাংক অপারগতা জানায়। এতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে, নিয়মিত জমা ও উত্তোলন করা যায় এমন একটি হিসাবে অর্থ জমা রাখার সিদ্ধান্ড় নেন। *[রা. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১

খ. একজন ছাত্রের জন্য কোন ধরনের হিসাব উপযোগী? ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মি. সালেক ব্যাংকে কোন ধরনের হিসাব খুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নিয়মিত অর্থ জমা রাখা ও উত্তোলনের বিষয়ে মি. সালেক যে সিদ্ধান্ড় নিয়েছেন তা কতটুকু বাস্ড়বসম্মত? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকের নামে যে হিসাব খুলে ব্যাংক গ্রাহককে অর্থ লেনদেন ও অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা পাওয়ার সুযোগ দেয় তাকে ব্যাংক হিসাব বলা হয়।

খ একজন ছাত্রের জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযোগী।

সঞ্চয়ী হিসাব হলো এমন এক ধরনের হিসাব, যে হিসাবে আমানতকারী দিনে যতবার ইচ্ছা টাকা জমা দিতে পারেন কিন্ড়ু নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে উত্তোলন করতে পারেন না । যেকোনো পরিমান টাকা এই হিসাবে জমা করা যায়। তাই ছাত্ররা তাদের খরচের টাকা থেকে কিছু অর্থ বাঁচিয়ে এ হিসাবে জমা রাখতে পারে।

গ উদ্দীপকে মি. সালেক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী হিসাব খুলেছেন।

স্থায়ী হিসাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য টাকা জমা রাখা যায়। উক্ত সময়ের পূর্বে সাধারণত এধরনের হিসাব হতে জমাকৃত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ থাকে না।

উদ্দীপকে মি. সালেক একজন চাকরিজীবি। তিনি প্রতি মাসে কিছু টাকা সঞ্চয় করতে পারেন। তিনি চিত্রা ব্যাংকে একটি হিসাব খুলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ জমা রাখেন। হিসাব খোলার পর তিনি অর্থ উত্তোলন করতে গেলে ব্যাংক এতে অপারগতা জানায়। সাধারণত, স্থায়ী হিসাবের ক্ষেত্রেই গ্রাহকগণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ জমা রাখেন। মি. সালেকও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ জমা রেখেছেন। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে তিনি এ অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন না। তবে তিনি অধিক হারে সুদ পাবেন। এসব বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, মি. সালেকের ব্যাংক হিসাবটি হলো স্থায়ী হিসাব।

ঘ সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে নিয়মিত অর্থ জমা রাখা ও উত্তোলনের বিষয়ে মি. সালেকের সিদ্ধান্ড়টি যথেষ্ট বাস্ড়ব সম্মত হয়েছে ।

সঞ্চয়ী হিসাবে দিনে যতবার খুশি অর্থ জমা দেয়া যায়। এই হিসাব খোলার জন্য নূন্যতম জমার কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। স্বল্প বা স্থায়ী আয়ের ব্যক্তিদের জন্য এ হিসাব বিশেষ উপযোগী। বর্তমানে প্রায় সব ব্যাংকই এই হিসাব থেকে যতবার খুশি অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয়। উদ্দীপকে মি. সালেক তার সঞ্চিত অর্থ চিত্রা ব্যাংকের স্থায়ী হিসাবে জমা রাখেন। হিসাব খোলার পর তিনি অর্থ উত্তোলন করতে গেলে ব্যাংক তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাই তিনি নিয়মিত অর্থ জমা ও উত্তোলন করা যায় এমন হিসাব খোলার সিদ্ধান্ড় নেন।

মি. সালেক স্থায়ী হিসাবের পরিবর্তে সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে এ সুবিধা পেতে পারেন। সঞ্চয়ী হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে তেমন কোনো বিধি-নিষেধ নেই। তাই সঞ্চয়ের পাশাপাশি যেকোনো সময়ে সহজে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ পাওয়া যায়। সুতরাং, চিত্রা ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলে মি. সালেক তার সিদ্ধান্ড়টি বাস্ড়বায়ন করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶৩ মিসেস সাহিদা একজন স্বল্প আয়ের চাকরিজীবী। তিনি ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করতে আগ্রহী। এজন্য পদ্মা ব্যাংকে

একটি হিসাবও খোলেন। কিন্তু কোনোভাবেই সেখানে সঞ্চয় করতে পারছেন না। মাঝে মাঝে যা সঞ্চয় করেন তা আবার উঠিয়ে নেন। এক সহকর্মীর পরামর্শে তিনি ঐ ব্যাংকে ১০ বছর মেয়াদি আরেকটি হিসাব খোলেন। যেখানে তিনি প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দেন। এখন তিনি একটু কষ্ট করে হলেও সঞ্চয় করতে পারছেন। *[দি. বো. ১৭]*

ক. তারল্য কী? ১

খ. KYC বলতে কী বোঝ? ২

গ. মিসেস সাহিদা প্রথমে কী হিসাব খুলেছিলেন? সেই হিসাবে ঠিকমতো সঞ্চয় করতে না পরার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিসেস সাহিদা পরবর্তীতে কী হিসাব খুলেছিলেন? 'এখন তিনি একটু কষ্ট করে হলেও সঞ্চয় করতে পারছেন'– উক্তিটি বুঝিয়ে লেখো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র তাকে ফেরত দানের ক্ষমতাকে ব্যাংকের তারল্য বলা হয়।

খ জালিয়াতি ও অবৈধ অর্থ লেনদেন রোধে গ্রাহকের তথ্য সম্বলিত ফরমকে KYC ফরম বলে।

KYC-এর পূর্ণরূপ হলো 'Know Your Customer' অর্থাৎ তোমার গ্রাহককে জানো। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০২ দেশে চালু হওয়ার পর থেকে ভুয়া নামে হিসাব খোলা বন্ধ হয়েছে। অবৈধ লেনদেন নিয়ন্ত্রণের জন্য হিসাব খোলার সময় এ ধরনের ফরম পূরণ গ্রাহকের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকে মিসেস সাহিদা প্রথমে সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছিলেন।

এ হিসাবের গ্রাহকগণ ব্যাংকিং লেনদেনের পাশাপাশি সঞ্চয়ের সুবিধাও লাভ করে থাকেন। সঞ্চয়ী হিসাবের আমানতকারী দিনে প্রয়োজনমত অর্থ জমাদানের সুযোগ পেয়ে থাকলেও সপ্তাহে দুই বার অর্থ উত্তোলনের সুবিধা পায়।

উদ্দীপকে মিসেস সাহিদা একজন স্বল্প আয়ের চাকরিজীবী। তিনি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ে আগ্রহী হয়ে পদ্মা ব্যাংকে একটি হিসাব খোলেন। তবে তার হিসাবে জমাকৃত অর্থ প্রয়োজনে তিনি তুলেও ফেলেন। যার ফলে তিনি কোনোভাবেই সঞ্চয় করতে পারছেন না। অর্থাৎ তার গৃহীত হিসাবটি সঞ্চয়ী হিসাব হওয়ায় তিনি অর্থ সঞ্চয় করলেও তা উত্তোলন করছেন।

ঘ উদ্দীপকে মিসেস সাহিদা পরবর্তীতে বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছিলেন।

এ হিসাবে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা একটি মেয়াদ পর্যন্ড় সঞ্চয়ের সুযোগ থাকে। মেয়াদান্ডে় একযোগে বা চুক্তি অনুযায়ী তা উত্তোলনও করা যায়।

উদ্দীপকে মিসেস সাহিদা একজন স্বল্প আয়ের চাকরিজীবী। তিনি ভবিষ্যতের জন্য অর্থ জমা করার উদ্দেশ্যে ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলেন। তবে এ হিসাবে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ থাকায় প্রয়োজনে তিনি তা উঠিয়ে নেন। পরবর্তীতে সহকর্মীর পরামর্শে দশ বছর মেয়াদি আরেকটি হিসাব খোলেন। যে হিসাবে তিনি প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা রাখেন।

মিসেস সাহিদার গৃহীত পরবর্তী হিসাবটি বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাব। এ হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রতিমাসে তাকে জমা রাখতে হয়। এক্ষেত্রে মেয়াদান্ডে় তিনি এককালীন উত্তোলনের সুবিধা পাবেন। অর্থাৎ এ হিসাবে বর্তমানে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা রাখা তার জন্য কষ্টকর হলেও তা ভবিষ্যতে বৃহৎ আকারের সঞ্চয়ে পরিণত হবে।

প্রশ্ন ▶ ৪ মাসুদ এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। খরচের টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানোর জন্য তার বাবা একটি ব্যাংক হিসাব খোলার কথা বলেছে। মাসুদকে ব্যাংকের ম্যানেজার তার জন্য উপযোগী একটি ব্যাংক হিসাব খোলার পরামর্শ দিল। *[কু. বো. ১৭]*

ক. চেক বই কী? ১

খ. কোন হিসাবে ব্যাংক চেক বই প্রদান করে না? বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. ব্যাংক ম্যানেজার মাসুদের জন্য কোন হিসাব খোলার পরামর্শ দিল এবং কেন? আলোচনা করো। ৩

ঘ. তোমার মতে ব্যাংক হিসাব নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী? আলোচনা করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবের গ্রাহককে অর্থ উত্তোলনের জন্য ব্যাংক কর্তৃক যে বই সরবরাহ করা হয় তাকে চেক বই বলে।

খ স্থায়ী হিসাবের গ্রাহককে ব্যাংক কোনো ধরনের চেক বই প্রদান করে না।

নির্দিষ্ট সময় বা মেয়াদের জন্য এককালীন ব্যাংকে অর্থ জমা দিয়ে যে হিসাব খোলা হয় তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। অর্থাৎ স্থায়ী হিসাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রাহক ব্যাংকে অর্থ জমা করে। ঐ নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ড় সাধারণত এ হিসাবের অর্থ গ্রাহক উত্তোলন করে না, অন্যদিকে এ হিসাবে জমাকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যাংক গ্রাহককে স্থায়ী আমানতের রশিদ প্রদান করে। তাই এ হিসাবে ব্যাংক থেকে গ্রাহককে কোনো চেক বই ইস্যু করা হয় না।

গ উদ্দীপকে মাসুদ ছাত্র হওয়ার কারণে ব্যাংক ম্যানেজার তাকে সঞ্চয়ী হিসাব খোলার পরামর্শ দেয়।

সঞ্চয়ের পাশাপাশি ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনের উদ্দেশ্যেই সঞ্চয়ী হিসাব খোলা হয়। এ হিসাবে দিনে যতবার খুশি অর্থ জমাদান করা যায়। সাধারণত সপ্তাহে দুবারের বেশি এ হিসাব হতে অর্থ উত্তোলন করা যায় না।

উদ্দীপকে মাসুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। খরচের টাকা পাঠানোর উদ্দেশ্যেই তার বাবা তাকে একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে বলে। মাসুদকে ব্যাংক ম্যানেজার একটি উপযুক্ত হিসাব খোলার পরামর্শ দেয়। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সর্বোত্তম ব্যাংক হিসাব হলো সঞ্চয়ী হিসাব। এ হিসাব খোলার মাধ্যমে মাসুদের বাবা যেকোনো সময় যতবার খুশি টাকা পাঠাতে পারবে। আবার মাসুদ যেহেতু ছাত্র সেহেতু তার খরচ কম হওয়ায় সপ্তাহে দুবারের বেশি টাকা উত্তোলনের প্রয়োজন পড়বে না। তাছাড়া এ হিসাবের মাধ্যমে মাসুদ সঞ্চয় করে স্বল্প হারে আয়ও করতে পারবে। এ কারণেই ব্যাংক ম্যানেজার তাকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে বলেছে।

ঘ ব্যাংক হিসাব নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো গ্রাহকের প্রকৃতি, লেনদেনের প্রকৃতি, ব্যাংকিং সুবিধা, ঋণ সুবিধা ও সুদ ইত্যাদি।

প্রতিটি ব্যাংকই গ্রাহকের নামে হিসাব খুলে অর্থ লেনদেন ও ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের সুযোগ দেয়। কিন্তু এসব হিসাবের ধরণ বিভিন্ন রকম হওয়ায় সঠিক হিসাব নির্ধারণের জন্য কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়।

উদ্দীপকে মাসুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নবীন ছাত্র। তার বাবা টাকা পাঠানোর জন্য তাকে একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে বলে। ছাত্র হওয়ার কারণে ব্যাংক ম্যানেজার তাকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে বলে।

ব্যাংক হিসাব নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রাহকের প্রকৃতি একটি উলে-খযোগ্য বিবেচ্য বিষয়। এখানে মাসুদের পরিবর্তে কোনো ব্যবসায়ী হলে তাকে অবশ্যই চলতি হিসাব নির্বাচন করতে হতো। কেননা চলতি হিসাব ব্যবসায়ীরা নিয়মিত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ ও জমাতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা পায়। আবার মাসুদ একজন ছাত্র না হয়ে যদি চাকরিজীবী হতো তাহলে তার কাছে নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ জমা থাকতো। সেক্ষেত্রে তার জন্য স্থায়ী হিসাব নির্বাচন করাই যুক্তিযুক্ত হতো। এছাড়া কোন গ্রাহক সঞ্চয়ের পাশাপাশি আয়ের প্রত্যাশা করলে তার জন্য সঞ্চয়ী হিসাব নির্বাচন করা যৌক্তিক। এছাড়াও ব্যাংক হিসাব নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধা, সুদের হার, ব্যাংকিং সুবিধা ইত্যাদি বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হয়।

প্রশ্ন ▶৫ জনাব আনোয়ার অবসরকালীন সময়ে ১০,০০,০০০ টাকার পেনশন পেয়েছিলেন। অধিক মুনাফার লক্ষ্যে তিনি টাকাটি ১০ বৎসর মেয়াদে এমন একটি হিসাবে জমা রাখেন যার বিপরীতে তাকে কোনো চেক বই বা ATM কার্ড দেয়া হয়নি। একারণে সংসারের মাসিক খরচ নির্বাহের বিষয়ে তিনি একটু বিচলিত হয়ে পড়লে ব্যাংক কর্মকর্তা তাকে আরেকটি হিসাব খোলার পরমার্শ দিলেন। এ হিসাবে আগের হিসাব থেকে অর্জিত মুনাফা প্রতি মাসে জমা হবে। এ হিসাবের বিপরীতে তাকে চেক বই ও জমা বইও দেয়া হলো। মাঝে মাঝে তিনি তার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলেকেও এ হিসাব থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। *[চ. বো. ১৭]*

ক. নমুনা স্বাক্ষর কার্ড কী? ১

খ. একজন ব্যবসায়ীর জন্য কোন হিসাব উত্তম এবং কেন? ২

গ. উদ্দীপকের জনাব আনোয়ার প্রথমে কোন ধরনের হিসাব খুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'পরবর্তীতে খোলা হিসাবটি তার মাসিক খরচ কিছুটা লাঘব করবে'– বক্তব্যের যথার্থতা উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চেকের স্বাক্ষর যথার্থ কিনা তা মিলিয়ে দেখার জন্য আমানতকারীর স্বাক্ষর যে কার্ডে ব্যাংক সংরক্ষণ করে তাকে নমুনা স্বাক্ষর কার্ড বলে।

খ একজন ব্যবসায়ীর জন্য চলতি হিসাব খোলা উত্তম।

যে হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহককে কার্যদিবসে যতবার ইচ্ছে অর্থ জমাদান ও প্রয়োজনে তা উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে তাকে চলতি হিসাব বলে। একজন ব্যবসায়ীকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের অর্থ সংক্রান্ড় লেনদেন করতে হয়। এজন্য তার নগদ ঋণ, জমাতিরিক্ত ঋণ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং সহায়তার প্রয়োজন পড়ে, যা অন্য কোনো ব্যাংক হিসাবে পাওয়া যায় না। একারণেই মূলত ব্যবসায়ীরা চলতি হিসাব খুলে থাকেন।

গ উদ্দীপকের জনাব আনোয়ার প্রথমে স্থায়ী হিসাব খুলেছেন।

স্থায়ী হিসাব মূলত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয়। এ হিসাবের বিপরীতে গ্রাহক অধিক হারে সুদ বা মুনাফা পায়। তবে নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে গ্রাহক এ হিসাবের অর্থ উত্তোলন করতে পারে না।

উদ্দীপকের জনাব আনোয়ার অবসরকালীন সময়ে ১০,০০,০০০ টাকা পেনশন পেয়েছেন। অধিক মুনাফার লক্ষ্যে তিনি উক্ত টাকা ১০ বছর মেয়াদে একটি হিসাবে জমা রাখেন। তার এ হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক কোনো চেক বই বা ATM কার্ড দেয়নি। অর্থাৎ তার এ হিসাবে অর্থ উত্তোলনের কোনো সুযোগ নেই। সাধারণত স্থায়ী হিসাবের ক্ষেত্রেই মেয়াদের পূর্বে গ্রাহক অর্থ উত্তোলনের সুযোগ পায় না। উদ্দীপকেও জনাব আনোয়ার তার ব্যাংক হিসাব হতে মেয়াদের পূর্বে অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন না, কিন্তু অধিক হারে সুদ পাবেন। এ সকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, জনাব আনোয়ারের প্রথমে খোলা হিসাবটি হলো স্থায়ী হিসাব।

ঘ উদ্দীপকে জনাব আনোয়ারের পরবর্তীতে খোলা সঞ্চয়ী হিসাবটি তার মাসিক খরচ অবশ্যই কিছুটা লাঘব করবে।

সঞ্চয়ী হিসাবের ক্ষেত্রে গ্রাহক দিনে যতবার খুশি অর্থ জমা করতে পারেন। তবে সপ্তাহে দু'বারের বেশি অর্থ উত্তোলনের সুযোগ পান না। এ হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক গ্রাহককে স্বল্প হারে সুদও প্রদান করে।

উদ্দীপকে জনাব আনোয়ার তার পেনশনের টাকা প্রথমে ব্যাংকের স্থায়ী হিসাবে জমা করেন। এতে মেয়াদের পূর্বে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ না পাওয়ায় তিনি পরবর্তীতে আরেকটি হিসাব খোলেন। তার নতুন ব্যাংক হিসাবে আগের হিসাবটিতে রাখা আমানতকৃত অর্থের সুদ জমা হয় এবং তিনি চেকের মাধ্যমে উক্ত অর্থ উত্তোলন করতে পারেন।

উদ্দীপকের জনাব আনোয়ারের পরবর্তীতে খোলা হিসাবটি হলো সঞ্চয়ী হিসাব। সঞ্চয়ী হিসাব হওয়ার কারণে তার পরিবারের জন্য খরচের টাকা এ হিসাব হতে তিনি উত্তোলন করতে পারবেন। অপরদিকে, আগের ব্যাংক হিসাবের সুদের টাকাও এ হিসাবে নিয়মিতভাবে জমা হবে। আবার, সঞ্চয়ী হিসাব হওয়ার কারণে একদিকে তার সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে এবং ব্যয় করার প্রবণতা হ্রাস পাবে। সুতরাং বলা যায়, জনাব আনোয়ার সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে মাসিক খরচ কিছুটা লাঘব করতে পারবেন – বক্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৬ জনাব মাহবুব গত পাঁচ বছর যাবত অগ্রণী ব্যাংকে একটি ডিপিএস হিসাব পরিচালনা করেছিলেন, যার মেয়াদ পূর্তিতে তিনি ৫ লক্ষ টাকা পান। এ প্রাপ্ত অর্থ হতে ২০ হাজার টাকা তিনি নতুন একটি ব্যাংক হিসাবে জমা রাখেন যেখানে দৈনিক যতবার খুশি টাকা জমা রাখা গেলেও কিছু বাধ্যবাধকতার ভিতরে থেকে টাকা উত্তোলন করতে হয়। অবশিষ্ট টাকা তিনি অধিক লাভের আশায় ভিন্ন ধরনের একটি ব্যাংক হিসাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য জমা রাখেন। *[সি. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১

খ. একজন ব্যবসায়ীর জন্য কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব উত্তম এবং কেন? ২

গ. জনাব মাহবুব ডিপিএস থেকে প্রাপ্ত অর্থের ২০ হাজার টাকা কোন ধরনের ব্যাংক হিসাবে জমা করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত অবশিষ্ট অর্থ দীর্ঘমেয়াদের জন্য অন্য একটি ব্যাংক হিসাবে জমা রাখার সিদ্ধান্ড়ের যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহককে অর্থ লেনদেন ও ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করে গ্রাহকের নামে ব্যাংক যে হিসাব খোলে তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

খ একজন ব্যবসায়ীর জন্য চলতি হিসাব খোলা উত্তম।

যে হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহককে কার্যদিবসে যতবার ইচ্ছে অর্থ জমাদান ও প্রয়োজনে তা উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে তাকে চলতি হিসাব বলে। একজন ব্যবসায়ীকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের অর্থ সংক্রান্ড় লেনদেন করতে হয়। এজন্য তার নগদ ঋণ, জমাতিরিক্ত ঋণ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং সহায়তার প্রয়োজন পড়ে, যা অন্য কোনো ব্যাংক হিসাবে পাওয়া যায় না। একারণেই মূলত ব্যবসায়ীরা চলতি হিসাব খুলে থাকেন।

গ উদ্দীপকে জনাব মাহবুব ডিপিএস থেকে প্রাপ্ত অর্থের বিশ হাজার টাকা ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবে জমা করেছেন।

এ ধরনের হিসাব মূলত সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে খোলা হয়ে থাকে। সঞ্চয়ী হিসাবের গ্রাহকগণ কার্যদিবসে যতবার ইচ্ছা টাকা জমাদানের সুবিধা ভোগ করলেও তা উত্তোলনের সুযোগ পান সপ্তাহে দুইবার ।

উদ্দীপকে জনাব মাহবুব ডিপিএস এর মেয়াদপূর্তিতে তা থেকে এককালীন পাঁচ লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন। এ প্রাপ্ত অর্থ হতে বিশ হাজার টাকা তিনি নতুন একটি ব্যাংক হিসাবে জমা রাখেন। তবে উক্ত হিসাবে তিনি দৈনিক যতবার খুশি টাকা জমা রাখতে পারলেও তা উত্তোলনে কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অর্থাৎ জনাব মাহবুব তার গৃহীত হিসাব হতে সপ্তাহে দুইবারের বেশি অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন না। সঞ্চয়ী হিসাবধারীদের ক্ষেত্রে অর্থ উত্তোলনে এ ধরনের বাধ্যবাধকতা বিদ্যমান। তাই বলা যায়, জনাব মাহবুব ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছেন।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত অবশিষ্ট অর্থ সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে স্থায়ী হিসাবে দীর্ঘমেয়াদের জন্য জমাদানের সিদ্ধান্ড় যৌক্তিক।

স্থায়ী হিসাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমানত রাখা হয়। যা মেয়াদপূর্তিতে গ্রাহক অন্যান্য হিসাবের তুলনায় অধিক লাভসহ উত্তোলন করতে পারেন।

উদ্দীপকে জনাব মাহবুব ডিপিএস এর মেয়াদপূর্তিতে এককালীন পাঁচ লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন। যা থেকে বিশ হাজার টাকা দিয়ে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলেন। অবশিষ্ট অর্থ তিনি আর্থিক লাভের আশায় দীর্ঘ সময়ের জন্য অন্য একটি হিসাবে জমা রাখেন। জনাব মাহবুব অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকের স্থায়ী হিসাবে বিনিয়োগ করেন।

স্থায়ী হিসাবের অর্থ ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবহারের সুযোগ পায়। এ কারণেই এ হিসাবের গ্রাহকরা ব্যাংক হতে সর্বাধিক মুনাফা

পেয়ে থাকেন। জনাব মাহবুবের প্রত্যাশাই ছিল অধিক মুনাফা অর্জন করা। সুতরাং, প্রত্যাশা পূরণে স্থায়ী হিসাবটি যথেষ্ট হওয়ায় উক্ত হিসাবটি গ্রহণ তার জন্য যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৭ সফটওয়্যার রপ্তানিকারক জিনিয়া রহমান এর ব্যাংক হিসাবে স্থিতির পরিমাণ দশ লক্ষ টাকা। ব্যবসায়ের প্রয়োজনে তিনি ব্যাংক ম্যানেজারের সাথে আলোচনা করে পনের লক্ষ টাকা তার হিসাব থেকে উত্তোলন করেন। পরবর্তীতে ব্যবসায় লাভের ১০,০০,০০০ টাকা দীর্ঘমেয়াদে একই হিসাবে জমা দিতে গেলে ব্যাংক ম্যানেজার তাকে পৃথক একটি হিসাব খোলার পরামর্শ দেন। *[য. বো. ১৭]*

ক. বিমা সঞ্চয়ী হিসাব কী? ১

খ. একজন চাকরিজীবীর জন্য কোন ধরনের হিসাব উপযুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জিনিয়া রহমান কোন ধরনের হিসাব পরিচালনা করছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাংক ম্যানেজার কর্তৃক জিনিয়া রহমানকে নতুন ব্যাংক হিসাব খোলার পরামর্শের যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হিসাবের মাধ্যমে আমানতকারী সঞ্চয়ী হিসাবের সুবিধাদি ভোগ করার পাশাপাশি বিমার সুবিধা ভোগ করে তাকে বিমা সঞ্চয়ী হিসাব বলে।

খ একজন চাকরিজীবীর জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযুক্ত।

সঞ্চয়ের পাশাপাশি ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনের উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রাহক ব্যাংকে এই ধরনের হিসাব খোলেন। একজন চাকরিজীবী মাস শেষে নির্দিষ্ট বেতন পেয়ে তা ব্যাংকে জমা রাখতে পারেন এবং প্রয়োজনে কিছু অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। এ হিসাবে জমাকৃত অর্থের ওপর গ্রাহক সুদ পান। এর মাধ্যমে গ্রাহক চেকের অর্থ সংগ্রহ, অর্থ স্থানান্ড় রসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং সেবা বা সুবিধা গ্রহণ করেন। তাই একজন চাকরিজীবী ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলে থাকেন।

গ উদ্দীপকে জিনিয়া রহমান চলতি হিসাব পরিচালনা করছেন।

চলতি হিসাবের ক্ষেত্রে দিনে যতবার খুশি অর্থ জমাদান ও উত্তোলন করা যায়। এমনকি এ হিসাবে জমাতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগও দেয়া হয়। ব্যবসায়ীদের জন্য এ হিসাব বেশ সুবিধাজনক।

উদ্দীপকে সফটওয়্যার রপ্তানিকারক জিনিয়া রহমানের ব্যাংক হিসাবে দশ লক্ষ টাকা রয়েছে। ব্যবসায়ের প্রয়োজনে তিনি এ হিসাব হতে পনের লক্ষ টাকা উত্তোলন করেন। অর্থাৎ তার এই হিসাব থেকে তিনি জমার অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ পেয়েছেন। এরূপ জমাতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগ মূলত চলতি হিসাবের গ্রাহকগণই পেয়ে থাকেন। অর্থাৎ ব্যাংকে জিনিয়া রহমানের হিসাবটি হলো একটি চলতি হিসাব এবং তিনি এ হিসাবই পরিচালনা করছেন।

সহায়ক তথ্য

ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন : ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের চাইতে বেশি অর্থ উত্তোলন করাই ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন। শুধু চলতি হিসাবে এ ধরনের সুবিধা প্রদান করা হয়।

ঘ উদ্দীপকে ব্যাংক ম্যানেজার জিনিয়া রহমানকে স্থায়ী হিসাব খোলার পরামর্শ দেন।

স্থায়ী হিসাবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্থ জমা রাখা হয়। এ হিসাবের বিপরীতে গ্রাহক অন্যান্য হিসাবের তুলনায় অধিক হারে সুদ পেয়ে থাকেন।

উদ্দীপকে সফটওয়্যার রপ্তানিকারক জিনিয়া রহমান ব্যাংকে একটি চলতি হিসাব পরিচালনা করেন। তিনি এ হিসাব থেকে জমাতিরিক্তসহ পনের লক্ষ টাকা উত্তোলন করেন। পরবর্তীতে তিনি ব্যবসায়ের লাভ হতে দশ লক্ষ টাকা দীর্ঘমেয়াদের জন্য জমা করতে যান। তখন ব্যাংক ম্যানেজার তাকে নতুন আরেকটি হিসাবে এ অর্থ রাখার পরামর্শ দেন।

এখানে, দীর্ঘমেয়াদে অর্থ জমা রাখার জন্য ব্যাংক ম্যানেজার তাকে স্থায়ী হিসাব খুলতে বলেন। কেননা এ হিসাব থেকে তিনি অধিক হারে আয় পাবেন। আবার প্রয়োজন হলে এ হিসাবের বিপরীতে তিনি ঋণও নিতে পারবেন। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, ব্যাংক ম্যানেজার কর্তৃক স্থায়ী হিসাব খোলার পরামর্শটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৮ মি. রহমান 'সোনালী ব্যাংক, দিনাজপুর শাখায়' একটি ব্যাংক হিসাব খুলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য টাকা জমা রাখেন। টাকার দরকার হওয়ায় হিসাব খোলার কিছুদিন পরে ব্যাংকে গেলে ব্যাংক তাকে টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে তিনি ব্যাংকারের পরামর্শে ঐ ব্যাংকে নিয়মিত টাকা জমা ও উত্তোলন করা যাবে এমন একটি হিসাব খোলেন। *[ব. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১

খ. গোপনীয়তা ব্যাংকের অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত মি. রহমানের প্রথম হিসাবটি কী ধরনের ছিল তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. রহমানের আগে ও পরে খোলা হিসাব দুইটির মধ্যে কোনটি তার জন্য উত্তম? বুঝিয়ে লেখো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকের নামে হিসাব খুলে ব্যাংক গ্রাহককে অর্থ লেনদেন ও ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের যে সুযোগ প্রদান করে তাকে ব্যাংক হিসাব বলা হয়।

খ গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ড় তথ্য সংশি-ষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কেউ যাতে জানতে না পারে সেজন্য প্রযুক্তিগত সব ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিকে গোপনীয়তার নীতি বলে।

ব্যাংকে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বা গোপনীয়তার বিষয়টি প্রত্যেক গ্রাহকই বিবেচনা করে থাকেন। কারণ, প্রত্যেক আমানতকারীই চান তার ব্যাংক হিসাবের গোপনীয়তা বজায় থাকুক। আমানতকারী ব্যাংক-কে গোপনীয়তা রক্ষার উৎস হিসেবে বিবেচনা করেন। এজন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষও গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ড় যাবতীয় তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে বলেই ব্যাংক হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষা করা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে মি. রহমানের প্রথম হিসাবটি ছিল স্থায়ী হিসাব ।

এ হিসাবে মূলত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্থ জমা রাখা হয়। আমানতকারী জমাকৃত এ অর্থ মেয়াদপূর্তির পূর্বে উত্তোলন করতে পারেন না। তবে আমানতকারী উক্ত হিসাবের মেয়াদপূর্তিতে অধিক মুনাফা পেয়ে থাকেন।

উদ্দীপকে মি. রহমান সোনালী ব্যাংকের দিনাজপুর শাখায় একটি ব্যাংক হিসাব খোলেন। এ হিসাবে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ জমা রাখেন। হিসাব খোলার কিছুদিন পর তিনি অর্থ উত্তোলন করতে চাইলে ব্যাংক তাতে অস্বীকৃতি জানায়। তিনি এমন একটি ব্যাংক হিসাব খুলেছেন, যেখানে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অর্থ উত্তোলন করার সুযোগ নেই। সুতরাং মি. রহমানের হিসাবের বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, তিনি ব্যাংকে স্থায়ী হিসাব খুলেছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে মি. রহমানের আগে ছিল স্থায়ী হিসাব এবং পরবর্তীতে তিনি সঞ্চয়ী হিসাব খুলেন। এ হিসাবটি তার জন্য উত্তম।

সঞ্চয়ী হিসাবে গ্রাহক দিনে যতবার খুশি অর্থ জমা দিতে পারেন। তবে এ হিসাবে সপ্তাহে দু'বারের বেশি অর্থ উত্তোলনের সুযোগ থাকে না। এ হিসাবে আমানতকারীকে স্বল্প হারে সুদও দেয়া হয়।

উদ্দীপকে মি. রহমান সোনালী ব্যাংকের দিনাজপুর শাখায় একটি স্থায়ী হিসাব খোলেন। হঠাৎ তার অর্থের প্রয়োজন পড়লেও তিনি এ হিসাব থেকে কোনো অর্থ উত্তোলন করতে পারেননি। তাই পরবর্তীতে ব্যাংক ম্যানেজারের পরামর্শে আরেকটি হিসাব খোলেন যেখানে নিয়মিত টাকা জমা ও উত্তোলন করা যাবে।

অর্থাৎ তার পরের ব্যাংক হিসাবটি হলো সঞ্চয়ী হিসাব। সঞ্চয়ী হিসাব হওয়ার কারণে তার মধ্যে সঞ্চয় করার প্রবণতা সৃষ্টি হবে। আবার প্রয়োজনে অর্থ উত্তোলনের সুযোগও পাবেন। এ হিসাব হতে মি. রহমান সপ্তাহে দু'বার অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন। এতে তার অর্থ ব্যয় করার প্রবণতাও হ্রাস পাবে। সুতরাং, মি. রহমানের জন্য পরবর্তীতে খোলা সঞ্চয়ী হিসাবটি উত্তম হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৯ মি. লামা একজন চাকরিজীবী। তিনি ভবিষ্যতের কথা চিন্ড়া করে প্রতি মাসে কিছু টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন। এ হিসাব হতে তিনি কিছু টাকা লাভ পেয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে টাকার প্রয়োজন হলে তিনি তার ব্যাংক হিসাব হতে টাকা উত্তোলন করেন। এবার তিনি বাংলাদেশ হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটালের একটি লটারি কিনলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে ২৫ লক্ষ টাকার পুরস্কার পেলেন। এখন তিনি ভাবছেন আপাতত ব্যাংকে বেশি আয়ের একটি হিসাব খুলবেন। *[ঢা. বো. ১৬]*

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১

খ. ব্যাংক হিসাবে গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন পড়ে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে মি. লামা কোন ধরনের হিসাব খুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. লামা লটারির টাকা ব্যাংকের কোন হিসাবের রাখার বিষয়ে ভাবছেন বলে তুমি মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকের নামে যে হিসাব খুলে ব্যাংক অর্থ লেনদেন ও ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করে তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

খ ব্যাংক তার আমানতকারীর আমানতের গচ্ছিত গ্রহীতা ও স্বার্থ সুরক্ষাকারী। সর্বাবস্থায় গ্রাহকের এ স্বার্থ সুরক্ষার্থে তাদের ব্যাংক হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন পড়ে।

একজন গ্রাহক প্রথমত ব্যাংকে অর্থ জমা রাখে অর্থের নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য। এ নিরাপত্তা বলতে কেবল অর্থ হারিয়ে যাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ড় হওয়াকে বোঝায় না, বরং গ্রাহকের জমাকৃত অর্থের পরিমাণ কিংবা লেনদেন সংক্রান্ড় তথ্যের নিরাপত্তাকেও বোঝায়। এসব তথ্য আদিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো কাছে প্রকাশ পেলে তাতে গ্রাহকের বিভিন্ন সমস্যা বা ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই আস্থা ও বিশ্বস্ড়তার প্রতীক হিসেবে ব্যাংকের উচিত গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষা করা।

গ উদ্দীপকে মি. লামা সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছেন।

ব্যাংকিং লেনদেনের পাশাপাশি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ব্যাংকে যে হিসাব খোলা হয় তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। স্বল্প ও স্থায়ী আয়ের ব্যক্তিদের জন্য এই হিসাব বিশেষ উপযোগী। এই হিসাবের আমানতকারীকে ব্যাংক লাভ বা সুদ প্রদান করে।

উদ্দীপকে মি. লামা একজন চাকরিজীবী। তিনি ভবিষ্যতের কথা চিন্ড়া করে প্রতি মাসে কিছু টাকা জমা রাখেন এবং সেখান থেকে কিছু লাভও পেয়ে থাকেন। আবার প্রয়োজন হলে উত্তোলন করার সুবিধাও পান। সাধারণত সঞ্চয়ী হিসাবের গ্রাহক সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ইচ্ছেমতো জমা করতে পারেন তবে উত্তোলনের ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধ মেনে উত্তোলন করেন। এছাড়া, সঞ্চয়কৃত অর্থের ওপর স্বল্পহারে সুদ পান। সুতরাং, বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, মি. লামা সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছেন।

ঘ উদ্দীপকে মি. লামা লটারির টাকা স্থায়ী হিসাবে রাখার বিষয়ে ভাবছেন বলে আমি মনে করি।

যে হিসাবে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য টাকা জমা রাখা হয় তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। সাধারণত এ হিসাবে মেয়াদপূর্তির আগে অর্থ উত্তোলন করা যায় না।

উদ্দীপকে মি. লামা একটি লটারি কিনেন এবং ভাগ্যক্রমে ২৫ লক্ষ টাকার পুরস্কার পেলেন। তাই তিনি ভাবছেন ব্যাংকে বেশি আয়ের একটি হিসাব খুলবেন।

বর্তমানে মি. লামা ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালনা করেন। এই হিসাবে স্বল্প পরিমাণ আয় হয়। আবার চলতি হিসাবে তিনি যদি টাকা রাখেন তাহলে কোনো আয়ই করতে পারবেন না। কিন্তু তিনি যদি স্থায়ী হিসাবে টাকা জমা রাখেন তাহলে নির্দিষ্ট মেয়াদের আগে অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন না। তবে অধিক আয় উপার্জন করতে পারবেন। সুতরাং, আমি মনে করি তিনি স্থায়ী হিসাবে টাকা জমা রাখার বিষয়ে ভাবছেন।

প্রশ্ন ▶১০ জনাব জোহরা একটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি বেতন হতে কিছু পরিমাণ অর্থ মাঝে মাঝে তার ব্যাংক হিসাবে জমা করেন। কয়েক বছর পর তিনি ব্যাংক হিসাবে জমানো টাকাগুলো একত্রে অন্য একটি ব্যাংক হিসাবে আরো লাভজনক খাতে দীর্ঘমেয়াদের ভিত্তিতে রাখা যায় কিনা তা ভাবলেন। সে মোতাবেক তিনি ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে একটি অধিক লাভজনক ব্যাংক হিসাবে জমা রাখার পরামর্শ পেয়েছেন। *[রা. বো. ১৬]*

ক. নমুনা স্বাক্ষর কার্ড কী? ১

খ. চলতি হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক সুদ প্রদান করে না কেন? ২

গ. উদ্দীপকে মিসেস জোহরা প্রথম কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব খুলেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিসেস জোহরার ২য় পর্যায়ে হিসাব খোলার সিদ্ধান্ড়ের যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হিসাব খোলার আবেদন করার সময় আবেদনকারীকে যে কার্ডে পরপর তিনটি স্বাক্ষর করতে হয় তাকে নমুনা স্বাক্ষর কার্ড বলে।

খ যে হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক আমানতকারীকে কার্ড দিয়ে যতবার ইচ্ছা ততবার টাকা জমা ও উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে তাকে চলতি হিসাব বলে।

চলতি হিসাবের বিপরীতে গ্রাহককে ব্যাংক কোনো প্রকার সুদ প্রদান করে না বরং কমিশন চার্জ করে। চলতি হিসাবের জমাকৃত অর্থ ব্যাংক কোথাও বিনিয়োগ করার সুযোগ পায় না। যেহেতু গ্রাহক যে কোনো সময় টাকা উত্তোলন করতে চাইতে পারে সেহেতু চলতি হিসাবের টাকা তরল হিসেবে ব্যাংক-কে সবসময় হাতেই রাখতে হয় এবং ব্যাংক কোথাও বিনিয়োগ করতে পারে না। বিনিয়োগ করতে না পারায় ব্যাংক এই অর্থ হতে কোনো প্রকার আয় উপার্জন করতে পারে না। তাই এ হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক কোনো সুদ দেয় না।

গ উদ্দীপকের মিসেস জোহরা প্রথমে ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছিলেন।

যে ব্যাংক হিসাব সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে খোলা হয়, যেকোনো সময় টাকা জমা দেয়া যায় কিন্তু সপ্তাহে দুবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সাধারণত স্বল্পআয়ের মানুষজন, যেমন- চাকরিজীবী, ছাত্র, শ্রমিক এদের জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযোগী।

উদ্দীপকে মিসেস জোহরা একটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি চাকরিজীবী এবং তার বেতন থেকে কিছু পরিমাণ অর্থ মাঝে মাঝে তার ব্যাংক হিসাবে জমা করেন। অর্থাৎ তিনি তার সঞ্চয়ী হিসাবে বেতনের কিছু কিছু অংশ জমা করেন। উলে-খ্য, সঞ্চয়ী হিসাবে যে কোনো সময় টাকা জমা দেয়া যায় এবং সাধারণত স্বল্পআয়ের মানুষজন স্বল্পহারে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে এই হিসাব খুলে থাকেন। সুতরাং বলা যায়, চাকরিজীবী মিসেস জোহরা প্রথমে যে ব্যাংক হিসাব খুলেছিলেন তা সঞ্চয়ী হিসাব ছিল।

ঘ মিসেস জোহরার দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থায়ী হিসাব খুলে লাভজনক খাতে টাকা জমা রাখার সিদ্ধান্ড়টি যৌক্তিক।

যে হিসাবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্থ জমা রাখা হয় এবং অর্থ উত্তোলনের সুযোগ থাকে না তাই হলো স্থায়ী হিসাব। এই হিসাবের গ্রাহকগণ ব্যাংক থেকে অধিক সুদ বা লাভ প্রাপ্ত হয়। যাদের নিকট অলস অর্থ থাকে তারা এই ধরনের হিসাব খুলে ঝুঁকিবিহীন আয়ের সুযোগ লাভ করে।

উদ্দীপকে মিসেস জোহরা প্রথমে সঞ্চয়ী হিসাব খুললেও কয়েক বছর পর যখন দেখেন তার হিসাবে অনেক টাকা জমা হয়েছে তখন তিনি তা আরো লাভজনক খাতে দীর্ঘমেয়াদে জমা রাখার চিন্ড়া করলেন। এক্ষেত্রে তিনি ব্যাংকের পরামর্শ নিতে গেলে অধিক লাভজনক অর্থাৎ স্থায়ী হিসাবে টাকা জমা রাখার পরামর্শ পেয়েছেন।

স্থায়ী হিসাবে টাকা জমা রাখা মিসেস জোহরার জন্য লাভজনক হবে। তার আগের সঞ্চয়ী হিসাবের তুলনায় এই হিসাবে সুদের হার বেশি। তাছাড়াও তার অনেক টাকা জমা হওয়ায় তিনি তা দীর্ঘমেয়াদের ভিত্তিতে ব্যাংকে রাখতে চান। এই সুযোগটা স্থায়ী হিসাবই প্রদান করে থাকে। সুতরাং অধিক লাভ ও দীর্ঘমেয়াদে টাকা জমা রাখার উদ্দেশ্যে

মিসেস জোহরা যে স্থায়ী হিসাব খোলার সিদ্ধান্ড় নিয়েছেন তা যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶১১ জনাব রাশেদ সুরমা ব্যাংকের একজন গ্রাহক। ব্যাংকের যেকোনো শাখা থেকে তিনি উক্ত ব্যাংকের সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। আবার ব্যাংক হিসাবের বিপরীত কোনো সুদ না পেলেও জমাতিরিক্ত ঋণের সুবিধা পান। বর্তমানে তিনি লেনদেনের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানা, নগদ অর্থ জমাদান, অন্যের হিসাবে অর্থ স্থানান্ড়র, বিল প্রদান ইত্যাদি সুবিধাসহ ব্যাংক হিসাবের ওপর সুদ পেতে চান। *[রা. বো., সি. বো. ১৬]*

ক. ই-ব্যাংকিং কী? ১

খ. বিক্রয় সেবা বিন্দু বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব রাশেদ বর্তমানে কোন ব্যাংক হিসাবের আওতায় রয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব রাশেদের ইচ্ছা বাস্ড়বায়নে কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব উপযুক্ত? উদ্দীপকের আলোকে মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ই-ব্যাংকিং হলো ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অত্যাধুনিক পদ্ধতি, যেখানে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সব ধরনের ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করা হয়।

খ বিক্রয় সেবাবিন্দু ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত একটি ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সেবা, যার মাধ্যমে গ্রাহক তার সুবিধাজনক স্থানে সব ধরনের পণ্য ক্রয় ও মূল্য পরিশোধ করতে পারে।

বিক্রয় বিন্দু ব্যবস্থায় পণ্য বা সেবার মূল্য তাৎক্ষণিকভাবে ক্রেতার হিসাবে ডেবিট এবং বিক্রেতার হিসাবে ক্রেডিট করা হয়। পণ্য বা সেবার মূল্য বাবদ গ্রাহক চেক প্রদান করলে বিক্রেতা তার যথার্থতা আগে যাচাই করে নেয়। যাচাইয়ের পর চেকটি যথার্থ হলে ব্যবসায়ী চেক গ্রহণ করে যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োজনীয় হিসাব ডেবিট বা ক্রেডিট করে মূল্য গ্রহণ করে।

গ উদ্দীপকের জনাব রাশেদ বর্তমানে চলতি ব্যাংক হিসাবের আওতায় রয়েছেন।

যে ব্যাংক হিসাবে দৈনিক যতবার খুশি টাকা জমাদান ও উত্তোলন করা যায় কিন্তু হিসাবের বিপরীতে কোনো সুদ প্রদান করা হয় না তাকে চলতি হিসাব বলে। সাধারণত ব্যবসায়ীরা লেনদেনের সুবিধার্থে চলতি হিসাব খুলে থাকেন।

উদ্দীপকে জনাব রাশেদ সুরমা ব্যাংকের একজন গ্রাহক। তিনি তার ব্যাংক হিসাবের বিপরীতে কোনো সুদ পান না। তবে তিনি জমাতিরিক্ত ঋণের সুবিধা পান। চলতি হিসাব সাধারণত ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত। জরুরি অর্থের প্রয়োজনে চলতি হিসাব ব্যবসায়ীদের জমাতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগ দেয়, যে সুবিধাটি অন্য কোনো হিসাব হলে জনাব রাশেদ পেতেন না। আবার চলতি হিসাবে জমাকৃত টাকা ব্যাংক কোথাও বিনিয়োগ করতে পারে না বলে এর বিপরীতে সুদ প্রদান করা সম্ভব হয় না। জনাব রাশেদও তার হিসাবের বিপরীতে সুদ পান না। সুতরাং বলা যায়, জনাব রাশেদ চলতি হিসাবের আওতায় আছেন।

ঘ উদ্দীপকের জনাব রাশেদের ইচ্ছা বাস্ড়বায়নে তার জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযুক্ত।

ব্যাংকিং লেনদেনের পাশাপাশি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে যে হিসাব খোলা হয় এবং যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায় কিন্তু সপ্তাহে দুবারের বেশি উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে।

উদ্দীপকে জনাব রাশেদ বর্তমানে চলতি হিসাবের আওতায় রয়েছেন। কিন্তু তিনি চলতি হিসাব বাদ দিয়ে এমন একটি হিসাব খুলতে চান যেখানে তিনি লেনদেনের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে পারবেন, যে কোনো সময় নগদ অর্থ জমা দিতে পারবেন, অর্থ পণ্যের হিসাবে স্থানান্ড়র, বিল প্রদান করতে পারবেন এবং সুদ পাবেন। এক্ষেত্রে তার জন্য উপযুক্ত হলো সঞ্চয়ী হিসাব।

সঞ্চয়ী হিসাব খুললে জনাব রাশেদ যেকোনো সময় তার হিসাবে টাকা স্থানান্ড়র করতে পারবেন। তিনি নগদে টাকা বহন না করে তার হিসাবের মাধ্যমেই অন্যের হিসাবে টাকা স্থানান্ড়র ও বিল পরিশোধ করতে পারবেন সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে। আবার সঞ্চয়ী হিসাব থেকে যেহেতু সুদও পাওয়া যায়, তাই জনাব রাশেদের জন্য সঞ্চয়ী হিসাব খোলাই উত্তম।

প্রশ্ন ▶১২ মি. সুমনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পাশেই নতুন একটা ব্যাংক শাখা খোলা হচ্ছে। শাখা ম্যানেজার বললেন, আপনাকে এমন হিসাব খুলে দেই যেখান থেকে আপনি দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দিতে ও উঠাতে পারবেন। চাইলে জমাতিরিক্ত ঋণও নিতে পারবেন। বেশি টাকা জমা থাকলে তার ওপর স্বল্পকালীন সময়ের জন্য সুদ পাবেন। *[দি. বো. ১৬]*

ক. KYC কী? ১

খ. 'ব্যাংক হিসাব হলো ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের প্রবেশদ্বার'- বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের শাখা ম্যানেজার মি. সুমনকে যে হিসাব খোলার পরামর্শ দিয়েছেন সেটি কোন ধরনের হিসাব? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মি. সুমনের হিসাবে জমার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত কম হলে তার সুদ প্রাপ্তিতে কি কোনো ধরনের প্রভাব পড়বে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ফরমে গ্রাহক সম্পর্কিত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি লিপিবদ্ধ থাকে তাকে KYC ফরম বলে।

খ যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যাংক তার গ্রাহকদের আমানত জমা করে, অর্থ উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে এবং ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের সুযোগ দেয় তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

ব্যাংক হিসাব হলো গ্রাহকের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা ও আর্থিক লেনদেনের প্রধান মাধ্যম। ব্যাংক হিসাব না খুলে কোনো ব্যাংকিং সেবা, সুবিধা লাভ সম্ভব নয়। তাই ব্যাংক হিসাব হলো গ্রাহকের ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের প্রবেশদ্বার।

গ উদ্দীপকের শাখা ম্যানেজার মি. সুমনকে বিশেষ চলতি হিসাব খোলার পরামর্শ দিয়েছেন।

যে চলতি হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমাদান ও উত্তোলন করা যায় এবং ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধার সঙ্গে সীমিত সুদ বা লাভ প্রদান করে তাকে বিশেষ চলতি হিসাব বলে। ব্যবসায়ীদের জন্য এ হিসাব বিশেষ উপযোগী।

উদ্দীপকে মি. সুমনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পাশেই একটি ব্যাংকের নতুন শাখা খোলা হয়েছে। উক্ত ব্যাংকের শাখা ম্যানেজার তাকে এমন একটি হিসাব খোলার পরামর্শ দিলেন যাতে মি. সুমন দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দিতে ও উঠাতে পারবেন। এছাড়া উক্ত হিসাবে জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত উত্তোলনেরও সুযোগ পাবেন। এখানে ব্যাংক ম্যানেজার মি. সুমনকে বিশেষ সুবিধা গ্রহণের প্রস্ড়াব দেন। প্রস্ড়াব অনুযায়ী এছাড়া মি. সুমনের হিসাবে বেশি টাকা জমা থাকলে আমানত হিসেবে গণ্য করে তার ওপর সুদ পাবেন। এটি বিশেষ চলতি হিসাবের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং মি. সুমনের হিসাবটি বৈশিষ্ট্য সামঞ্জস্যতায় একটি বিশেষ চলতি হিসাব।

ঘ উদ্দীপকের মি. সুমনের হিসাবে জমার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত কম হলে তা তার সুদ প্রাপ্তিতে প্রভাব ফেলবে বলে আমি মনে করি।

বিশেষ চলতি হিসাবের বেশি অর্থ জমা থাকলে সীমিত হারে সুদ বা লাভ পাওয়া যায়। আর জমা মাত্রাতিরিক্ত কম হলে এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

উদ্দীপকে মি. সুমন ব্যবসায়ী হিসেবে একটি বিশেষ চলতি হিসাব পরিচালনা করেন। এ হিসাবের মাধ্যমে তিনি দিনে যতবার খুশি অর্থ জমা ও উত্তোলনের সুযোগ পান। জমাতিরিক্ত উত্তোলন ছাড়াও হিসাবে জমাকৃত অর্থের ওপর স্বল্পমেয়াদে সুদ পান।

তবে মি. সুমনের হিসাবে জমার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত কম হলে তার সুদ প্রাপ্তিতে প্রভাব পড়বে। এক্ষেত্রে হিসাবে জমার পরিমাণ কম হলে বিশেষ চলতি হিসাবের সুবিধা পাওয়া যাবে না। কারণ, এ হিসাবে বড় পরিমাণের অর্থ জমা থাকলেই স্বল্পকালীন আমানত হিসেবে গণ্য করা

হয়। এ স্বল্পকালীন আমানতের ওপর সীমিত সুদ প্রদান করা হয়। তাই মি. সুমনের হিসাবে যদি জমার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত কম হয় সেক্ষেত্রে তার হিসাবটি বিশেষ চলতি হিসাবের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে।

প্রশ্ন ▶১৩ জনাব মাহবুব একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। চাকরিকালীন সময়ে তিনি একটি ব্যাংক হিসাব খোলেন এবং বেতনের উদ্বৃত্ত অর্থ ঐ ব্যাংক হিসাবে জমা রাখতেন। বর্তমানে তিনি চাকরি ছেড়ে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন। দিন দিন তার ব্যবসায়ের কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি ৩ জন আলাদা পাওনাদারকে তিনি মোট ৩টি চেক প্রদান করেন। একই সপ্তাহের তিনটি ভিন্ন কর্মদিবসে চেক তিনটি ব্যাংক উপস্থাপন করা হলে ব্যাংক প্রথম উপস্থাপিত ২টি চেক মঞ্জুর করে এবং পর্যাপ্ত ব্যালেন্স থাকা সত্ত্বেও ৩য় চেকটি প্রত্যাখ্যান করে। জনাব মাহবুব ব্যাংক ম্যানেজারের কাছে চেক প্রত্যাখ্যানের কারণ জানতে চাইলে ব্যাংক ম্যানেজার হিসাবের ধরন পরিবর্তনের পরামর্শ দেন। *[কু. বো. ১৬]*

ক. প্রমিসরি নোট কী? ১
খ. কোন হিসাবে ব্যাংক চেক বই প্রদান করে না? ২
গ. উদ্দীপকের জনাব মাহবুব চাকরিকালীন সময়ে কোন ধরনের ব্যাংক হিসাবে অর্থ জমা রাখতেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ব্যাংক ম্যানেজারের পরামর্শে জনাব মাহবুব কর্তৃক নতুন ধরনের হিসাব খোলা কি যৌক্তিক হবে? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলের মাধ্যমে পাওনাদারের প্রতি দেনাদারের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময় পরে প্রদানের প্রতিশ্রুতি করা হয় তাকে প্রমিসরি নোট বলে।

খ স্থায়ী হিসাবের গ্রাহককে ব্যাংক কোনো ধরনের চেক বই প্রদান করে না।
নির্দিষ্ট সময় বা মেয়াদের জন্য এককালীন ব্যাংকে অর্থ জমা দিয়ে যে হিসাব খোলা হয় তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। অর্থাৎ স্থায়ী হিসাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রাহক ব্যাংকে অর্থ জমা করে। ঐ নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাধারণত এ হিসাবের অর্থ গ্রাহক উত্তোলন করে না, অন্যদিকে এ হিসাবে জমাকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যাংক গ্রাহককে স্থায়ী আমানতের রশিদ প্রদান করে। তাই এ হিসাবে ব্যাংক থেকে গ্রাহককে কোনো চেক বই ইস্যু করা হয় না।

গ উদ্দীপকে জনাব মাহবুব চাকরি চলাকালীন সময়ে সঞ্চয়ী হিসাবে অর্থ জমা রাখতেন।
সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ব্যাংকে যে হিসাব খোলা হয় তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সঞ্চয়ী হিসাবে ব্যাংক চলাকালে যতবার ইচ্ছা অর্থ জমা দেয়া যায়। কিন্তু সপ্তাহে দুইবারে বেশি অর্থ উত্তোলন করা যায় না।
উদ্দীপকে জনাব মাহবুব চাকরিকালীন সময়ে একটি ব্যাংক হিসাব খোলেন। বেতনের উদ্বৃত্ত অর্থ ঐ হিসাবে তিনি জমা রাখতেন। বর্তমানে তিনি একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন। সম্প্রতি ৩ জন আলাদা পাওনাদারকে তিনি মোট ৩টি চেক প্রদান করেন। একই সপ্তাহে চেকগুলো তিনটি ব্যাংকে উপস্থাপন করা হলে প্রথম দুটি চেক মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত ব্যালেন্স থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় চেকটি প্রত্যাখ্যাত হয়। অর্থাৎ তার হিসাবটি সঞ্চয়ী হিসাব। কেননা, সঞ্চয়ী হিসাব থেকে কেবল সপ্তাহে দু'বার অর্থ উত্তোলন করা যায়।

ঘ ব্যাংক ম্যানেজারের পরামর্শে মাহবুব কর্তৃক চলতি হিসাব খোলা যথেষ্ট যৌক্তিক হবে বলে আমি মনে করি।
যে হিসাবে কার্যদিবসে যতবার ইচ্ছা টাকা জমা দেয়া যায় এবং উত্তোলন করা যায় ও কোনো সুদ পাওয়া যায় না তাকে চলতি হিসাব বলে। যারা ব্যবসায়-বাণিজ্য করে এবং যাদের ঘন ঘন টাকা উঠানোর দরকার হয় তাদের জন্য এ হিসাব অধিক উপযোগী।
উদ্দীপকে মাহবুব একজন ব্যবসায়ী। চাকরিকালীন সময়ে তার একটি সঞ্চয়ী হিসাব ছিল। কিন্তু এখন আর সঞ্চয়ী হিসাবটি দিয়ে তার লেনদেন সুষ্ঠুভাবে চলছে না। কেননা, এ হিসাব থেকে তিনি সপ্তাহে দুবারের বেশি অর্থ উত্তোলন করতে পারছেন না। তাই ব্যাংক ম্যানেজার তাকে হিসাবের ধরন পরিবর্তন করে চলতি হিসাব খোলার পরামর্শ দেন।
চলতি হিসাবের মাধ্যমে গ্রাহক যতবার খুশি অর্থ জমা ও উত্তোলন করতে পারেন। ব্যবসায়ীদের প্রতিনিয়ত আর্থিক লেনদেন করতে হয়। নগদ ঋণ, ধার ও জমাতিরিক্ত ঋণেরও প্রয়োজন হতে পারে। তাই চলতি হিসাবের মাধ্যমেই একজন ব্যবসায়ী এ ধরনের সুবিধা পাবেন। উদ্দীপকে মাহবুব যদি তার ব্যাংক হিসাবটি পরিবর্তন করে চলতি হিসাব খোলেন তাহলে তিনিও চলতি হিসাবের এসব সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। তাই ব্যাংক ম্যানেজারের পরামর্শে জনাব মাহবুবের হিসাবের ধরন পরিবর্তন করার অবশ্যই যৌক্তিকতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶১৪ সানজিদা বিথীকা একজন প্রভাষক। শিক্ষা বোর্ড সংক্রান্ড় কাজের সম্মানী প্রাপ্তির লক্ষ্যে বোর্ড তাকে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত একটি ব্যাংকে হিসাব খুলতে বলেন। ব্যাংকে হিসাব খুলে তিনি সিদ্ধান্ড় নিলেন, সম্মানীর পুরো টাকা উত্তোলন না করে কিছু কিছু টাকা জমিয়ে অধিক লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করবেন *[চ. বো. ১৬]*

ক. ব্যাংক কী? ১
খ. ব্যাংক কীভাবে পরের ধনে পোদ্দারি করে? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে সানজিদা বিথীকা কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব খুলতে পারেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বিথীকার জমাকৃত অর্থ কীভাবে মূলধন গঠনে সহায়তা করে? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হলো একটি আর্থিক মধ্যস্থ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যা আমানত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে, ঋণ দেয় এবং বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে।

খ ব্যাংকের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। বরং, ব্যাংক আমানত গ্রহণ করে ধারক ও পরে ঋণদাতা হিসেবে কাজ করে। ব্যাংক গ্রাহকের অর্থ আমানতের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিজের কাছে কিছু রেখে বাকি অর্থ ঋণ দেয়।
ব্যাংক স্বল্প সুদে আমানত গ্রহণ করে এবং উক্ত আমানতের অর্থ অধিক সুদে ঋণ হিসেবে প্রদানের মাধ্যমে নিজেকে ঋণের ব্যবসায়ী হিসেবে প্রকাশ করে। আমানতের মাধ্যমে ধার করা অর্থ ধারণ করার পর তা থেকে কিছু ঋণ দিয়ে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে। আর এভাবেই ব্যাংক পরের ধনে পোদ্দারি করে।

গ উদ্দীপকের আলোকে সানজিদা বিথীকা সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে পারেন।
সঞ্চয়ের পাশাপাশি ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনের উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রাহক ব্যাংকে যে হিসাব খোলে তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। এ হিসাবের মাধ্যমে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়ার সুযোগ থাকলেও উত্তোলনে কিছু বাধ্যবাধকতা থাকায় এ হিসাব গ্রাহকের মাঝে সঞ্চয় প্রবণতা তৈরি করে।
উদ্দীপকে সানজিদা বিথীকা একজন প্রভাষক। শিক্ষাবোর্ড সংক্রান্ড় কাজের সম্মানী প্রাপ্তির লক্ষ্যে তাকে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে হিসাব খোলার ব্যাপারে নির্দেশনা রয়েছে। তবে তার চাহিদা অনুযায়ী তিনি এমন একটি হিসাব খুলতে চান, যাতে তিনি সম্মানীর পুরো টাকা না উঠিয়ে কিছু টাকা সঞ্চয় করতে পারবেন। পরবর্তীতে সঞ্চয়কৃত অর্থ লাভজনক খাতে বিনিয়োগের সুযোগ পাবেন, যা একজন গ্রাহককে ব্যাংক সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করে। সুতরাং, সানজিদা বিথীকার প্রয়োজনীয় ও চাহিদাকৃত হিসাবটির বৈশিষ্ট্য সঞ্চয়ী হিসাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় তিনি ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে পারেন।

ঘ উদ্দীপকের বিথীকার জমাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ব্যাংকের ঋণদানে সহায়ক, যা মূলধন গঠনে সহায়তা করবে।
সঞ্চয়ের পাশাপাশি ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনের উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রাহক ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলে থাকেন। গ্রাহকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে মূলধন গঠনে এ হিসাব সহায়তা করে।
উদ্দীপকে সানজিদা বিথীকা একটি সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে তার উপার্জিত অর্থ সঞ্চয়ের পাশাপাশি ব্যাংকিং সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে হিসাবটি তাকে তার চাহিদামতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করতে সাহায্য করবে।

সানজিদা বিথীকা তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে সঞ্চয়ী হিসেবে জমা রেখে তার ওপর কিছু সুদ পাবেন, যা উক্ত সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে। এছাড়া এ হিসাবের অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা থাকায় তিনি সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হবেন। সঞ্চয়ী হিসাব সঞ্চয়প্রবণতা বৃদ্ধি করায় সানজিদা বিথীকা নিজের কাছে থাকা অলস অর্থও এ হিসাবে জমা রাখবেন। এ আমানত থেকে ব্যাংক নতুন ঋণ সৃষ্টি করবে, যা দেশের প্রয়োজনীয় মূলধন যোগানে সহায়ক।

প্রশ্ন ▶১৫ মি. সালমান মধ্যপ্রাচ্য থেকে দেশে ফিরে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে চান। লেনদেন পরিচালনার জন্য ব্যাংকে হিসাব খুললে ব্যাংক তাকে একটি চেক বই ইস্যু করে। তিনি আরও সহজে বহনযোগ্য ও নিরাপদ কিছু দাবি করেন। ব্যাংক তাকে তার চাহিদামত জিনিসটি সরবরাহ করে। *[চ. বো. ১৬]*

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১
খ. কোন চেক অধিক নিরাপদ? ২
গ. উদ্দীপকে মি. সালমান কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব খুললেন? কেন? ৩
ঘ. ব্যাংক মি. সালমানকে যে জিনিসটি দিলেন তা চেকের থেকেও নিরাপদ কেন? যুক্তিসহ বুঝিয়ে দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকের নামে যে হিসাব খুলে ব্যাংক অর্থ লেনদেন ও ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করে তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

খ দাগকাটা চেক অধিক নিরাপদ।
বাহক চেক বা হুকুম চেকের উপরিভাগের বাম প্রান্তে কিছু লিখে বা না লিখে দু'টি আড়াআড়ি দাগ টানলে তাকে দাগকাটা চেক বলে। দাগকাটা চেকের অর্থ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধিত হয় বলে এ চেক হারানো বা চুরি গেলেও এর অর্থ কেউ সহজে উঠাতে পারে না। তাই এ চেকের মাধ্যমে লেনদেন অধিক নিরাপদ।

গ উদ্দীপকে মি. সালমান একজন ব্যবসায়ী হিসেবে চলতি হিসাব খুললেন।
যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা ও উত্তোলন করা যায় এবং ব্যাংক হিসাবের বিপক্ষে কোনো সুদ দেয়া হয় না তাকে চলতি হিসাব বলে। চলতি হিসাবের সুবিধা বিচারে একজন ব্যবসায়ীই চলতি হিসাব থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা ভোগ করতে পারে।
উদ্দীপকে মি. সালমান মধ্যপ্রাচ্য থেকে দেশে ফিরে ব্যবসায় করতে চান এবং এ জন্য ৫০ লক্ষ টাকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। তাই ব্যবসায় পরিচালনায় সর্বোচ্চ সুবিধাসম্পন্ন একটি ব্যাংক হিসাব খুললে ব্যাংক তাকে একটি চেক বই প্রদান করে। এটি ব্যাংক তার একজন ব্যবসায়ী গ্রাহককে চলতি হিসাব খোলার বিপরীতে ইস্যু করে থাকে। একজন ব্যবসায়ী হিসেবে মি. সালমানকে প্রতিনিয়ত আর্থিক লেনদেন করতে হবে এবং ধার, নগদ ঋণ, জমাতিরিক্ত ঋণ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং সহায়তা নিতে হবে। চলতি হিসাব ছাড়া ব্যাংক অন্য হিসাবের গ্রাহককে এ ধরনের সুবিধা প্রদান করে না। তাই মি. সালমানের জন্য উপযোগী হিসাব চলতি হিসাব হওয়ায় তিনি তা গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে ব্যাংক মি. সালমানকে এটিএম কার্ড প্রদান করেছে, যা চেকের থেকেও অধিক নিরাপদ।
মনুষ্যবিহীন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত অর্থ লেনদেন ব্যবস্থাকেই এটিএম বলে। এটিএম পদ্ধতিতে ব্যাংকগুলো তাদের গ্রাহকদের এক ধরনের প-াস্টিক কার্ড সরবরাহ করে। এ কার্ড গ্রাহককে অধিক নিরাপত্তা প্রদান করে এবং চেক ইস্যুর জটিলতা থেকে মুক্ত করে।
উদ্দীপকে মি. সালমান ব্যাংকে চলতি হিসাব খুললে ব্যাংক তাকে একটি চেক বই ইস্যু করে। তবে তিনি সহজে বহনযোগ্য ও অর্থ উত্তোলনে অধিক নিরাপত্তা প্রদান করে এমন কোনো ব্যবস্থা দাবি করেন। গ্রাহকের চাহিদামতো সেবা সরবরাহই ব্যাংকের নীতি হওয়ায় ব্যাংক তাকে একটি এটিএম কার্ড প্রদান করে, যা তার চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।
মি. সালমানের চাহিদা অনুযায়ী ব্যাংক তাকে ATM কার্ড সরবরাহ করে, যাতে প্রতিটি কার্ডে ইউনিক নম্বর, গ্রাহকের নাম, স্বাক্ষর ইত্যাদি Megnetic Stripe-এ খোদাই করা থাকে। প্রত্যেক গ্রাহককে আলাদা Personal Identification Number প্রদান করে। এ PIN কেবলমাত্র গ্রাহক দ্বারা জ্ঞাত হয় বলে তা গ্রাহকের অর্থের অধিক নিরাপত্তা প্রদান করে। অন্যদিকে চেক ইস্যুর পর তা হারানো গেলে তা ইস্যুকারীর অর্থকে অধিক ঝুঁকিতে ফেলে এবং চেক তৈরিতে জটিলতা লক্ষ করলে ব্যাংকে তা অমর্যাদা করতে পারে। তাই মি. সালমান কর্তৃক প্রাপ্ত চেকের বিবেচনায় এটিএম কার্ড তাকে অধিক নিরাপত্তা প্রদান করবে।

প্রশ্ন ▶১৬ মি. হক একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। তিনি অবসরকালীন ১০,০০,০০০ টাকা নির্দিষ্ট সময় শেষে দ্বিগুণ পাবেন ভেবে ব্যাংকে একটি হিসাব খুললেন। বাকি অর্থ দিয়ে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মি. রাকিবের সাথে অংশীদারি ব্যবসায়ে লিপ্ত হলেন। যথারীতি মি. হক ও মি. রাকিবকে ব্যাংকে আরও একটি হিসাব খুলতে হলো। *[য. বো. ১৬]*

ক. চলতি হিসাব কী? ১
খ. KYC ফর্ম বলতে কী বোঝ? ২
গ. মি. হক প্রথমে কোন ধরনের হিসাব খুলেছিলেন? বুঝিয়ে লেখো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মি. হকের হিসাবটি ও পরবর্তী হিসাবটির মধ্যে কতটুকু পার্থক্য বিদ্যমান? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হিসাবে কার্যদিবসে যতবার ইচ্ছা টাকা জমা দেয়া ও উত্তোলনের সুযোগ থাকে তাকে চলতি হিসাব বলে।

খ ব্যাংক যে ফরমের মাধ্যমে গ্রাহক সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে তাকে Know your customers বা KYC ফরম বলে।
KYC ফরমের মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকের নাম, ঠিকানা, পেশা, কাজের বৈধতা এবং অন্যান্য তথ্যাবলি সংগ্রহ করে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এর সত্যতা যাচাই করে স্বাক্ষর করেন। এতে হিসাব গ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যে অর্থ জমা হবে তার উৎস কী, হিসাব গ্রহীতা কোন ধরনের কাজের সঙ্গে জড়িত, গ্রাহকের মোট সম্পত্তির পরিমাণ, হিসাব গ্রহীতার তথ্য বিবেচনায় তার লেনদেনে ঝুঁকির মাত্রা ইত্যাদি বিষয় লেখা হয়।

গ উদ্দীপকে মি. হক প্রথমে স্থায়ী হিসাব খুলেছিলেন।
যে হিসাবে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য টাকা জমা রাখা হয়। মেয়াদ শেষে লাভসহ উত্তোলন করা হয় তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। স্থায়ী হিসাবের জন্য আমানতকারী নির্দিষ্ট হারে সুদ পেয়ে থাকেন। এ হিসাবে মোট আমানত একসঙ্গে জমা দিতে হয়। এ হিসাবের অর্থ মেয়াদ উত্তীর্ণের সাপেক্ষে পরিশোধযোগ্য।
উদ্দীপকে মি. হক একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। তিনি তার অবসরকালীন ১০,০০,০০০ টাকা এমন একটি হিসাবে জমা দিয়েছেন, যেখানে তিনি নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে দ্বিগুণ অর্থ ফেরত পাবেন। অর্থাৎ, তিনি স্থায়ী হিসাব খুলেছিলেন। কেননা, স্থায়ী হিসাব হচ্ছে এমন একটি ব্যাংক হিসাব যা এককালীন টাকা জমা দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা হয় এবং ওই মেয়াদ শেষে না হলে অর্থ উত্তোলন করা যায় না। স্থায়ী হিসাবে অপেক্ষাকৃত উচ্চহারে সুদ প্রদান করা হয়; তাই মি. হক নির্দিষ্ট সময় শেষে জমাকৃত অর্থের দ্বিগুণ ফেরত পাবেন।

ঘ উদ্দীপকের মি. হকের স্থায়ী হিসাব ও পরবর্তীতে খোলা চলতি হিসাবের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান বলে আমি মনে করি।
ব্যবসায়িক লেনদেন দ্রুত ও নিরাপদে সম্পাদন করার জন্য ব্যবসায়ীরা চলতি হিসাব করে থাকেন এতে যতবার খুশি ততবার অর্থ জমা ও উত্তোলনের সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে স্থায়ী হিসাবে অর্থ দীর্ঘমেয়াদে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমা রাখা হয় এবং মেয়াদপূর্তির আগে উত্তোলন করা যায় না।
উদ্দীপকে মি. হক তার অবসরকালীন প্রাপ্ত ১০,০০,০০০ টাকা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী হিসাবে জমা করেন। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে তিনি দ্বিগুণ টাকা ফেরত পাবেন। বাকি অর্থ দিয়ে তিনি তার বন্ধুর সঙ্গে

অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যবসায়ের জন্য তাদেরকে আলাদা একটি চলতি হিসাব খুলতে হলো।
প্রকৃতি অনুযায়ী চলতি হিসাব স্থায়ী হিসাব থেকে পৃথক। স্থায়ী হিসাবের টাকা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাংকে জমা রাখা হয়। কিন্তু চলতি হিসাবের টাকা যেকোনো সময় উত্তোলন করা যায়। উদ্দীপকে চলতি হিসাব থেকে মি. রাকিব ও মি. হক কোনো সুদ পাবেন না। অন্যদিকে, মি. হক তার স্থায়ী হিসাব থেকে নির্দিষ্ট সময় শেষে দ্বিগুণ টাকা ফেরত পাবেন। চলতি হিসাব থেকে তারা ঋণ সুবিধা পেতে পারেন। কিন্তু স্থায়ী হিসাব থেকে মি. হক কোনো ধরনের ঋণ নিতে পারবেন না। তাই মি. হকের স্থায়ী হিসাব ও পরবর্তীতে খোলা চলতি হিসাবটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ১৭ মোসলেম সাহেব স্বল্প বেতনে চাকরি করেন। ভবিষ্যতের চিন্ড়া করে প্রতি মাসে কিছু অর্থ ব্যাংক হিসাবে জমা করেন। এ হিসাব হতে তিনি কিছু লাভ পেয়ে থাকেন। প্রয়োজনে টাকা উত্তোলন করেন। এবার তিনি ক্রীড়া উন্নয়ন তহবিলের লটারি কিনলেন। ঈদের পূর্বে সৌভাগ্যক্রমে লটারি থেকে ২০ লক্ষ টাকা পুরস্কার পেলেন। এখন তিনি ভাবছেন আপাতত ব্যাংকে বেশি আয়ের একটি হিসাব খুলবেন।
[বি. বো. ১৬]

ক. চলতি হিসাব কী? ১
খ. একটি ব্যবসায়ের জন্য কোন ধরনের হিসাব উত্তম? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে মি. মোসলেম ব্যাংকে কোন ধরনের হিসাব খুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. মোসলেম লটারির টাকা কোন হিসাবে রাখার বিষয়ে ভাবছেন? এর পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক চলাকালে গ্রাহক যতবার খুশি অর্থ জমা ও উত্তোলন করতে পারেন তাকে চলতি হিসাব বলে।

খ ব্যবসায়ের জন্য চলতি হিসাব খোলা উত্তম।
চলতি হিসাবে প্রয়োজন অনুযায়ী বহুবার অর্থ জমা ও উত্তোলনের সুযোগ রয়েছে। সাধারণত ব্যবসায়ীদের প্রতিনিয়ত আর্থিক লেনদেন করতে হয়। তাছাড়া ধার, নগদ ঋণ ও জমাতিরিক্ত ঋণেরও প্রয়োজন হয়, যা চলতি হিসাব থেকেই পাওয়া যায়। তাই ব্যবসায়ীদের জন্য চলতি হিসাব উত্তম।

গ উদ্দীপকে মি. মোসলেম ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছেন।
সঞ্চয়ের পাশাপাশি ব্যাংকিং লেনদেনের জন্য গ্রাহক ব্যাংকে যে হিসাব খোলেন তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে।
উদ্দীপকে মোসলেম সাহেব স্বল্প বেতনের একজন চাকরিজীবী। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি প্রতিমাসে কিছু টাকা ব্যাংক হিসাবে জমা দেন। এ থেকে তিনি কিছু লাভ পেয়ে থাকেন। এটি সঞ্চয়ী হিসাবের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। এ হিসাবের মাধ্যমে গ্রাহক সপ্তাহে যতবার খুশি টাকা জমা দিতে পারলেও দুবারের বেশি উত্তোলন করতে পারে না। ফলে গ্রাহকের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়ে এবং এ হিসাবে ব্যাংক অল্প পরিমাণে সুদ প্রদান করে। উদ্দীপকে মোসলেম সাহেবও স্বল্পআয়ের মানুষ হওয়ায় এবং সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে অর্থ জমা করায় বলা যায়, তিনি ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছেন।

ঘ মি. মোসলেম লটারির টাকা স্থায়ী হিসাবে রাখার বিষয়ে ভাবছেন।
যে হিসাবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য টাকা জমা রাখা যায় এবং মেয়াদ শেষে উচ্চহারে প্রাপ্ত সুদসহ মূলধন ফেরত পাওয়া যায় তাকে স্থায়ী হিসাব বলে।
উদ্দীপকে মোসলেম সাহেব স্বল্প বেতনে চাকরি করেন। ঈদের আগে সৌভাগ্যক্রমে তিনি লটারি থেকে ২০ লক্ষ টাকা পুরস্কার পেলেন। তাই এখন তিনি বেশি আয়ের জন্য অন্য একটি ব্যাংক হিসাব খোলার কথা ভাবছেন।
স্থায়ী হিসাবে অন্যান্য হিসাবের তুলনায় বেশি সুদ প্রদান করা হয়। এ হিসাবের টাকা চাইলেই উত্তোলন করা যায় না। ফলে এটি মূলধন গঠনে সাহায্য করে। যাদের কাছে অলস অর্থ থাকে তারা এ ধরনের হিসাব খুলে ঝুঁকিবিহীন আয়ের সুযোগ লাভ করে। উদ্দীপকে মোসলেম সাহেবের কাছে যেহেতু ২০ লক্ষ টাকা আছে, তাই তিনি যদি স্থায়ী হিসাবে অর্থ জমা রাখেন তবে তিনি অধিক সুদ প্রাপ্তির মাধ্যমে মেয়াদ শেষে অনেক টাকা পাবেন, যা তার জন্য লাভজনক হবে। তাই বলা যায়, মি. মোসলেম লটারির টাকা স্থায়ী হিসাবে রাখার বিষয়ে ভাবছেন।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মিসেস ইশরাত একজন স্বল্প আয়ের চাকরিজীবী। তিনি ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করতে আগ্রহী। এজন্য 'মদিনা ব্যাংকে' একটি হিসাবও খোলেন। কিন্তু কোনোভাবেই সেখানে সঞ্চয় করতে পারছে না। মাঝে মাঝে যা সঞ্চয় করেন তা আবার উঠিয়ে নেন। এক সহকর্মীর পরামর্শে তিনি ওই ব্যাংকে ১০ বছর মেয়াদি আরেকটি হিসাব খোলেন। সেখানে তিনি প্রতিমাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দেন। এখন তিনি একটু কষ্ট করে হলেও সঞ্চয় করতে পারছেন।
[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. KYC ফর্ম কী? ১
খ. হিসাব খুলতে নমিনির প্রয়োজন হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মিসেস ইশরাত প্রথমে কী হিসাব খুলেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মিসেস ইশরাত পরবর্তীতে কী হিসাব খুললেন?' এখন তিনি একটু কষ্ট হলেও সঞ্চয় করতে পারছেন" –উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হিসাব খোলার সময় আবেদন ফর্মের সাথে আবেদনকারীর বিভিন্ন তথ্য সংবলিত যে ফর্মে বাধ্যতামূলকভাবে হিসাবগ্রহীতাকে পূরণ করতে হয় তাকে KYC বলে।

খ হিসাবধারীর অনুপস্থিতিতে হিসাবের উদ্বৃত্ত হস্ড়ান্ড়র করার উদ্দেশ্যে ব্যাংক হিসাব খোলার সময় নমিনির প্রয়োজন হয়।
নমিনি বলতে হিসাবগ্রহীতার মনোনীত ব্যক্তিকে বোঝায়। হিসাব খোলার সময় নমিনির ছবি এবং স্বাক্ষরসমেত বিস্ড়রিত তথ্য দিতে হয়। হিসাবগ্রহীতা মৃত্যুবরণ করলে বা পাগল হলে ব্যাংক নমিনির কাছে হিসাবের উদ্বৃত্ত হস্ড়ান্ড়র করে হিসাব বন্ধ করে দেয়।

গ মিসেস ইশরাত প্রথমে সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছিলেন।
যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায় এবং সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সঞ্চয়ী হিসাব স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য উপযোগী। তারা সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে অল্প অল্প করে সঞ্চয় করে স্বল্প পরিমাণে সুদ পায়।
উদ্দীপকে মিসেস ইশরাত একজন স্বল্প আয়ের চাকরিজীবী। তিনি ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করতে আগ্রহী। এজন্য মদিনা ব্যাংকে তিনি একটি হিসাব খোলেন। কিন্তু তিনি সে হিসাবে মাঝে মাঝে কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন আবার উঠিয়ে নেন। ফলে তার ইচ্ছা থাকলেও তিনি সঞ্চয় করতে পারছেন না। তার হিসাবটি সঞ্চয়ী হিসাব হওয়ায় তিনি বারবার টাকা জমা করতে পারছেন আবার টাকা উত্তোলনও করতে পারছেন। এই হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক তাকে স্বল্প পরিমাণে সুদও প্রদান করে। সুতরাং বৈশিষ্ট্য বিচারে বলা যায়, মিসেস ইশরাতের হিসাবটি একটি সঞ্চয়ী হিসাব।

ঘ উদ্দীপকে মিসেস ইশরাত পরবর্তীতে বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছিলেন।
এ হিসাবে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা একটি মেয়াদ পর্যন্ড় সঞ্চয়ের সুযোগ থাকে। মেয়াদান্ড়ে একযোগে বা চুক্তি অনুযায়ী তা উত্তোলনও করা যায়।
উদ্দীপকে মিসেস ইশরাত একজন স্বল্প আয়ের চাকরিজীবী। তিনি ভবিষ্যতের জন্য অর্থ জমা করার উদ্দেশ্যে ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলেন। তবে এ হিসাবে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ থাকায় প্রয়োজনে তিনি তা উঠিয়ে নেন। পরবর্তীতে সহকর্মীর পরামর্শে দশ বছর মেয়াদি আরেকটি হিসাব খোলেন। যে হিসাবে তিনি প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা রাখেন।
মিসেস ইশরাতের গৃহীত পরবর্তী হিসাবটি বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাব। এ হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রতি মাসে তাকে জমা রাখতে হয়। এক্ষেত্রে মেয়াদান্ড়ে তিনি এককালীন উত্তোলনের সুবিধা পাবেন। অর্থাৎ এ হিসাবে বর্তমানে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা রাখা তার জন্য কষ্টকর হলেও তা ভবিষ্যতে বৃহৎ আকারের সঞ্চয়ে পরিণত হবে।

প্রশ্ন ▶১৯ মি. নাফি একটি ফার্মে চাকরি করেন। তিনি ভবিষ্যতের নিরাপত্তার কথা ভেবে সুরমা ব্যাংকে হিসাব খুলেছেন। ৫ বছর মেয়াদি এ হিসাবে বারবার অর্থ জমা দিতে পারলেও ৫ বছর পূর্বে অর্থ উত্তোলন অসম্ভব। হিসাব খোলার দুই বছর পর পারিবারিক সমস্যায় অর্থের প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি এখন কোনোভাবেই অর্থ জোগাড় করতে পারছে না। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. ব্যাংক হিসাব খোলায় একমালিকানা ব্যবসায়ের কোন দলিলটি প্রয়োজন? ১

খ. স্থায়ী হিসাব বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে কীভাবে সহায়ক হয়? ২

গ. সুরমা ব্যাংকে মি. নাফি কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব খুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পরিস্থিতি অনুযায়ী মি. নাফির জন্য কোন হিসাব খোলা উপযুক্ত ছিল বলে তুমি মনে করো? মতামত দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একমালিকানা ব্যবসায়ের ব্যাংক হিসাব খোলায় এর ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত প্রতিলিপি প্রয়োজন।

খ স্থায়ী হিসাব মূলধন গঠনের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক।
স্থায়ী হিসাব একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয় এবং মেয়াদপূর্তির আগে সাধারণত এর অর্থ উত্তোলন করা যায় না। স্থায়ী হিসাবে ব্যাংক উচ্চ হারে সুদ প্রদান করে এবং সাধারণত বড় অঙ্কের টাকা এই হিসাবে জমা করা হয়। মেয়াদ শেষে সেই টাকা সুদসহ আরো বেশি হয়, যা হিসাবধারী মূলধন হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এভাবে মূলধন গঠনের মাধ্যমে স্থায়ী হিসাব বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে।

গ উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংকে মি. নাফি বিশেষ পৌনঃপুনিক হিসাব খুলেছেন।
যে হিসাবে বারবার টাকা জমা দেয়া যায় এবং মেয়াদ শেষে একবারই বা কিস্তিতে টাকা উত্তোলন করা যায় তাকে পৌনঃপুনিক হিসাব বলে। এ হিসাবে স্থায়ী হিসাবের মতই মেয়াদ শেষ না হলে টাকা উত্তোলন করা যায় না।
উদ্দীপকে মি. নাফি একজন চাকরিজীবী। তিনি ভবিষ্যতের নিরাপত্তার কথা ভেবে সুরমা ব্যাংকে একটি হিসাব খুলেছেন। তার হিসাবটির মেয়াদ পাঁচ বছর। এই ৫ বছরের মধ্যে তিনি বারবার টাকা জমা দিতে পারলেও মেয়াদপূর্তির পূর্বে টাকা উত্তোলন করা অসম্ভব। তার এই হিসাবটির মধ্যে আমরা স্থায়ী হিসাবের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলেও এটি স্থায়ী হিসাব নয়। কারণ এতে বারবার টাকা জমা দেয়া যায়। বারবার টাকা জমা এবং মেয়াদ শেষে উত্তোলন করতে পারার হিসাবটি পৌনঃপুনিক হিসাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং বলা যায়, মি. নাফি সুরমা ব্যাংকে পৌনঃপুনিক হিসাব খুলেছিলেন।

ঘ উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে মি. নাফির বিশেষ মেয়াদি স্থায়ী হিসাব খোলা উপযুক্ত ছিল বলে আমি মনে করি।
যে স্থায়ী হিসাবের জমার টাকা ৭ দিনের নোটিশে বা অনুরূপ কোনো নির্দিষ্ট সময়ের নোটিশে উত্তোলন করা যায় তাকে বিশেষ মেয়াদি স্থায়ী হিসাব বলে। এ হিসাবে ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে সুদ পরিশোধ করে।
উদ্দীপকে মি. নাফি একটি ফার্মে চাকরি করেন। তিনি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সুরমা ব্যাংকে ৫ বছর মেয়াদি একটি পৌনঃপুনিক হিসাব খোলেন। হিসাবটিতে তিনি বারবার অর্থ জমা করতে পারেন। কিন্তু উত্তোলন করতে পারবেন একেবারে মেয়াদ শেষে। তবে হিসাব খোলার দুই বছর পর পারিবারিক সমস্যায় অর্থের প্রয়োজন দেখা দিলেও মি. নাফি কোনোভাবেই অর্থ জোগাড় করতে পারছেন না। এক্ষেত্রে মি. নাফির হিসাবটি বিশেষ মেয়াদি স্থায়ী হিসাব হলে তিনি টাকা উত্তোলন করতে পারতেন।
বিশেষ মেয়াদি স্থায়ী হিসাবে মি. নাফি ৭ দিনের নোটিশে কিংবা ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো নির্দিষ্ট দিনের নোটিশে টাকা উত্তোলন করতে পারতেন। আবার তিনি উক্ত হিসাবে নির্দিষ্ট হারে সুদও পেতেন। অর্থাৎ পৌনঃপুনিক হিসাবের মতো তিনি সুদও পেতেন আবার পারিবারিক সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য টাকাও উত্তোলন করতে পারতেন। সুতরাং বলা যায়, পরিস্থিতি অনুযায়ী টাকা উত্তোলনের প্রয়োজনে মি. নাফির বিশেষ মেয়াদি স্থায়ী হিসাব খোলা উচিত ছিল।

প্রশ্ন ▶২০ মি. রাজন একজন চাকরিজীবী। ব্যাংকে হিসাব খোলার মাধ্যমে তিনি ATM, অনলাইনসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং সুবিধা এবং স্বল্প আয় করতে চান। অন্যদিকে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মি. সুজন পেনশন বাবদ কিছু টাকা পেয়েছেন। এই টাকা এমন একটি হিসাবে রাখতে চান যাতে তার কিছু বাড়তি আয় হয়। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১

খ. KYC ফর্ম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. রাজন যে ব্যাংকিং সুবিধা চায় তার জন্য কোন হিসাব উত্তম? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. সুজন কোন ধরনের হিসাব খোলে বাড়তি আয় নিশ্চিত করতে পারবে বলে তুমি মনে করো? যৌক্তিসহ মূল্যায়ন করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকের নামে যে হিসাব খুলে ব্যাংক অর্থ লেনদেন ও ব্যাংকিং সেবা নেয়ার সুযোগ দেয় তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

খ ব্যাংক হিসাব খোলার সময় আবেদন ফর্মের সাথে আবেদনকারীর বিভিন্ন তথ্য সংবলিত যে ফর্ম বাধ্যতামূলকভাবে হিসাব গ্রহীতাকে পূরণ করতে হয় তাকে KYC ফর্ম বলে।
KYC-এর পূর্ণরূপ হলো– Know Your Customer. অর্থাৎ তোমার গ্রাহককে জানো। মানি লন্ডারিং আইন দেশে চালু হওয়ার পর থেকে ভুয়া নামে হিসাব খোলা ও অন্যায় লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই ফর্ম পূরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

গ মি. রাজনের চাহিদা অনুযায়ী তার জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উত্তম।
যে হিসাবে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায়, কিন্তু সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সঞ্চয়ী হিসাবে ব্যাংক স্বল্পহারে সুদ দিয়ে থাকে।
উদ্দীপকে মি. রাজন একজন চাকরিজীবী। ব্যাংকে হিসাব খোলার মাধ্যমে তিনি ATM ও অনলাইন ব্যাংকিংসহ আরো অন্যান্য সুবিধা পেতে চান। সাথে তিনি স্বল্প হারে আয়ও করতে চান। এজন্য তার সঞ্চয়ী হিসাব খোলা উচিত। কারণ সঞ্চয়ী হিসাবেই ব্যাংক এটিএম কার্ডসহ অন্যান্য অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা দিয়ে থাকে। আবার সঞ্চয়ী হিসাবে ব্যাংক স্বল্প হারে সুদও দিয়ে থাকে। এছাড়া ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবের উদ্দেশ্যই হলো স্বল্প আয়ের মানুষদের যেমন: চাকরিজীবীদের সঞ্চয়ের সুবিধা দেয়া। মি. রাজন চাকরিজীবী হওয়ায় তিনি সেই সুবিধা পাবেন। সুতরাং বলা যায়, মি. রাজন যে ব্যাংকিং সুবিধা চান তার জন্য সঞ্চয়ী হিসাবই উত্তম।

ঘ মি. সুজন স্থায়ী হিসাব খুলে বাড়তি আয় নিশ্চিত করতে পারবেন বলে আমি মনে করি।
যে হিসাব একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা হয় এবং মেয়াদপূর্তির পূর্বে সাধারণত উত্তোলন করা যায় না তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। স্থায়ী হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক অধিক হারে সুদ পরিশোধ করে।
উদ্দীপকে মি. রাজন একজন চাকরিজীবী। তার চাহিদা অনুযায়ী তার জন্য সঞ্চয়ী হিসাব যথোপযুক্ত। অন্যদিকে মি. সুজন একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তিনি তার পেনশন বাবদ বেশ কিছু টাকা পেয়েছেন। এই টাকা তিনি একটি ব্যাংক হিসাবে জমা রাখতে চান এবং ব্যাংক হিসাব থেকে বাড়তি কিছু আয় করতে চান। তার জন্য স্থায়ী হিসাব উপযুক্ত।
কারো কাছে বেশি পরিমাণে অলস অর্থ থাকলে তা তিনি বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করতে পারেন। নতুবা ব্যাংকে রেখে সুদ আয় করতে পারেন। ব্যাংকে রাখার ক্ষেত্রে হিসাব নির্বাচনের ব্যাপার আছে। কেউ যদি সর্বোচ্চ পরিমাণ সুদ আয় করতে চায় তাহলে তাকে স্থায়ী হিসাবে টাকা জমা করতে হবে। আবার কেউ স্বল্পহারে সুদ আয় করতে চাইলে এবং হিসাবের মাধ্যমে মাঝে মধ্যে লেনদেন করতে চাইলে তার জন্য

সঞ্চয়ী হিসাব উপযুক্ত। মি. সুজন তার পেনশন বাবদ বেশকিছু টাকা পেয়েছেন, যা তার জন্য অলস টাকা। তিনি টাকাগুলো ব্যাংকে রেখে যেহেতু আয় করতে চান, তার জন্য স্থায়ী হিসাব উপযুক্ত। কারণ এতে তিনি সর্বোচ্চ পরিমাণ আয় করতে পারবেন। তবে তিনি মেয়াদপূর্তির পূর্বে ওই টাকা উত্তোলন করার কোনো সুযোগ পাবেন না। সর্বোপরি বলা যায়, স্থায়ী হিসাবের মাধ্যমেই মি. সুজন বাড়তি আয় নিশ্চিত করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶২১ জনাব হাসান এগারো বছর ধরে জনতা ব্যাংকে একটি ডিপিএস হিসাব পরিচালনা করছিলেন, যার মেয়াদপূর্তিতে তিনি ১৫ লক্ষ টাকা পান। এ প্রাপ্ত অর্থ থেকে ৩৫ হাজার টাকা তিনি নতুন একটি ব্যাংক হিসাবে জমা রাখেন। যেখানে দৈনিক যতবার খুশি টাকা জমা রাখা গেলেও কিছু বাধ্যবাধকতার ভেতরে থেকে টাকা উত্তোলন করতে হয়। অবশিষ্ট টাকা তিনি অধিক লাভের আশায় একটি ব্যাংক হিসাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য জমা রাখেন। *[ঢাকা সিটি কলেজ]*

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১

খ. কোন হিসাবে ব্যাংক কোনো সুদ বা লাভ দেয় না? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ডিপিএস থেকে প্রাপ্ত অর্থের ৩৫ হাজার টাকা কোন ধরনের ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত অবশিষ্ট অর্থ দীর্ঘমেয়াদের জন্য অন্য একটি ব্যাংক হিসাবে জমা রাখার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকের নামে যে হিসাব খুলে ব্যাংক গ্রাহককে লেনদেন ও ব্যাংকিং সেবা নেয়ার সুযোগ দেয় তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

খ চলতি হিসাবে ব্যাংক কোনো সুদ দেয় না।

যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায় এবং উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি হিসাব বলে। সাধারণত ব্যবসায়ীরা তাদের আর্থিক লেনদেনের সুবিধার্থে এই হিসাব খুলে থাকে। এই হিসাবে ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগ দেয় এবং আমানত বেশি সময় ধরে ব্যাংকে থাকে না বলে ব্যাংক এই হিসাবের বিপরীতে কোনো ধরনের সুদ দেয় না।

গ উদ্দীপকে ডিপিএস থেকে প্রাপ্ত অর্থের ৩৫ হাজার টাকা সঞ্চয়ী হিসাবে জমা করা হয়েছে।

যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেওয়া যায়, কিন্তু সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সাধারণত স্বল্প আয়ের মানুষজনের জন্য এই হিসাব উপযোগী।

উদ্দীপকে জনাব হাসান এগারো বছর ধরে জনতা ব্যাংকে একটি ডিপিএস (DPS) পরিচালনা করে মেয়াদপূর্তিতে ১৫ লক্ষ টাকা পান। তিনি এই অর্থ থেকে ৩৫ হাজার টাকা নতুন একটি ব্যাংক হিসাবে জমা রাখেন। নতুন হিসাবটিতে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া গেলেও টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে কিছু বাধ্যবাধকতা আছে। অর্থাৎ তার নতুন এই হিসাবটি সঞ্চয়ী হিসাব হওয়ায় তিনি সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা উত্তোলন করতে পারবেন না। আবার এই হিসাবের বিপরীতে তিনি স্বল্প পরিমাণে সুদও পাবেন। পরিশেষে বলা যায়, ডিপিএস থেকে প্রাপ্ত অর্থের ৩৫ হাজার টাকা সঞ্চয়ী হিসাবে রাখা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের অবশিষ্ট অর্থ দীর্ঘমেয়াদের জন্য একটি ব্যাংক হিসাবে অর্থাৎ স্থায়ী হিসাবে রাখার সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক।

যে হিসাব একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয় এবং মেয়াদপূর্তির আগে সাধারণত অর্থ উত্তোলন করা যায় না তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। এই হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক উচ্চ হারে সুদ প্রদান করে। সাধারণত বড় অঙ্কের টাকা জমা রাখার জন্য এই হিসাব খোলা হয়।

উদ্দীপকে জনাব হাসান জনতা ব্যাংকে একটি ডিপিএস (DPS) হিসাব পরিচালনা করতেন। মেয়াদপূর্তিতে তিনি সেখান থেকে ১৫ লক্ষ টাকা পান। এর মধ্যে ৩৫ হাজার টাকা দিয়ে তিনি একটি নতুন সঞ্চয়ী হিসাব খোলেন। অবশিষ্ট টাকা তিনি অধিক লাভের আশায় একটি দীর্ঘমেয়াদি ব্যাংক হিসাবে জমা রাখার সিদ্ধান্ত যৌক্তিকভাবেই নিয়েছেন। ডিপিএস থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ অনেক বেশি হওয়ায় তিনি যদি দীর্ঘমেয়াদের জন্য স্থায়ী হিসাবে জমা রাখেন তাহলে তিনি উচ্চ হারে ব্যাংক থেকে অধিক সুদ আয় করতে পারবেন। এতে তার অধিক লাভ করার যে উদ্দেশ্য সেটি অর্জিত হবে। এছাড়া তিনি তার স্থায়ী আমানতের রসিদটি বন্ধক রেখে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবেন। সর্বোপরি বলা যায়, স্থায়ী হিসাবে টাকা জমা রাখার সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶২২ জনাব সুমনের এবিসি ব্যাংকের তিনটি শাখার হিসাব বিবরণী নিচে তুলে ধরা হলো:

শাখার নাম	আমানত (টাকা)	উত্তোলন (টাকা)	মুনাফা (টাকা)
ধানমন্ডি	২০,০০,০০০	১৫,০০,০০০	-
গুলশান	১০,০০,০০০	২,০০,০০০	১৫,০০০
রামপুরা	১৬,০০,০০০	-	৯০,০০০

জনাব সুমন আগামী মাসে চাকরি থেকে অবসর নিবেন এবং অবসরকালীন ভাতা হিসেবে ২০,০০,০০০ টাকা পাবেন। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন কোনো ব্যবসায়ের সাথে জড়িত না হয়ে সাধারণ জীবনযাপন করবেন। *[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ]*

ক. বিশেষ চলতি হিসাব কী? ১

খ. "ব্যাংককে কেন ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়"-ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ধানমন্ডি শাখায় জনাব সুমন কোন ধরনের হিসাব খুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অবসরকালীন ভাতা জমানোর জন্য জনাব সুমনের কোন শাখার হিসাবটি বেশি উপযোগী? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চলতি হিসাবে ব্যাংক অবস্থা ভেদে স্বল্প পরিমাণ সুদ পরিশোধ করে তাকে বিশেষ চলতি হিসাব বলে।

খ আমানতকারীর অর্থের মাধ্যমে ব্যাংক তার ব্যবসায় পরিচালনা করার কারণে একে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়।

ব্যাংক একটি মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান। এটি আমানতকারীদের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং সেই অর্থই গ্রাহকদের ঋণ হিসেবে দেয়। এই প্রক্রিয়ায় ব্যাংকের নিজস্ব কোনো অর্থ সংশ্লিষ্ট থাকে না বিধায় ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়।

গ উদ্দীপকের ধানমন্ডি শাখায় জনাব সুমন চলতি হিসাব খুলেছেন।

যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায় এবং উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি হিসাব বলে। ব্যবসায়ীদের জন্য এই হিসাব উপযোগী। চলতি হিসাবের বিপরীতে জমাতিরিক্ত উত্তোলন করা যায় এবং ব্যাংক এই হিসাবে কোনো সুদ প্রদান করে না।

উদ্দীপকে জনাব সুমনের এবিসি ব্যাংকের তিনটি শাখায় ভিন্ন ভিন্ন তিনটি হিসাব রয়েছে। এর মধ্যে ধানমন্ডি শাখায় তার বর্তমান আমানত আছে ২০,০০,০০০ টাকা এবং তিনি উত্তোলন করেছেন ১,৫০,০০০ টাকা। এই হিসাবের বিপরীতে কোনো মুনাফা নেই। জনাব সুমনের অন্য দুটি হিসাবে মুনাফা যথাক্রমে ১৫,০০০ টাকা এবং ৯০,০০০ টাকা। ধানমন্ডি শাখায় মুনাফা না থাকায় বলা যায়, এ হিসাবটি একটি চলতি হিসাব এবং ব্যাংক এই হিসাবে কোনো সুদ প্রদান করে নি।

ঘ অবসরকালীন টাকা জমানোর জন্য রামপুরা শাখার হিসাব উপযোগী।

যে হিসাব একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা হয় এবং যার বিপরীতে ব্যাংক উচ্চ হারে সুদ প্রদান করে তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। সাধারণত বড় অঙ্কের টাকা দীর্ঘমেয়াদে জমা রাখার জন্য স্থায়ী হিসাব খোলা হয়।

উদ্দীপকে জনাব সুমনের তিনটি ব্যাংক হিসাব আছে। এর মধ্যে রামপুরা শাখার হিসাবটি একটি স্থায়ী হিসাব। কারণ এই হিসাবে জনাব সুমনের আমানতের পরিমাণ ১৬,০০,০০০ টাকা। এখানে উত্তোলনের

পরিমাণ শূন্য এবং মুনাফার পরিমাণ সর্বোচ্চ। জনাব সুমন চাকরি থেকে অবসর নেবেন আগামী মাসে। অবসরকালীন ভাতা হিসেবে তিনি ২০,০০,০০০ টাকা পাবেন। তিনি সাধারণ জীবনযাপন করতে আগ্রহী। সেক্ষেত্রে তার টাকাটি স্থায়ী হিসাবে রাখাটা বেশি উপযুক্ত হবে।

কারণ স্থায়ী হিসাব থেকে তিনি যে মুনাফা পাবেন সেটি দিয়ে তার দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করতে পারবেন। অন্য কোনো হিসাবে যেমন সঞ্চয়ী হিসাবে টাকা রাখলে তিনি স্থায়ী হিসাবের মতো সুদ পাবেন না। আবার চলতি হিসাবে টাকা জমা রাখা তখনই যৌক্তিক হতো যদি তিনি ব্যবসায় করতেন। কিন্তু সাধারণ জীবনযাপন করতে আগ্রহী হওয়ায় স্থায়ী হিসাবই জনাব সুমনের জন্য উপযুক্ত।

প্রশ্ন ▶২৩ জালাল সাহেব একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। তখন সামান্য সুদে দেয় এমন একটি হিসাব পরিচালনা করতেন। পরবর্তীতে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা শুরু করার পর তিনি আরেকটি হিসাব খোলেন। এর পর তিনি বিদেশ চলে যান। পাঁচ বছর পর বিদেশ থেকে ফেরত এসে তিনি তার উভয় হিসাব চালু করতে চাইলে ব্যাংক ম্যানেজার তাকে পরবর্তী হিসাবটি চালু করার পরামর্শ দেন। *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার; আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. নমুনা স্বাক্ষর কার্ড কী? ১

খ. কীভাবে ব্যাংকের হিসাব বন্ধ করা হয়? ২

গ. জালাল সাহেব প্রথম কোন হিসাব পরিচালনা করতেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. ব্যাংক ম্যানেজার কেন পরবর্তী হিসাব চালু করার পরামর্শ দিলেন? মতামত দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চেকের স্বাক্ষর যথার্থ কিনা তা মিলিয়ে দেখার জন্য আমানতকারীর নমুনা স্বাক্ষর যে কার্ডে ব্যাংক সংরক্ষণ করে তাকে নমুনা স্বাক্ষর কার্ড বলে।

খ বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যাংক কিংবা গ্রাহক নিজেই ব্যাংক হিসাব বন্ধ করে দিতে পারে।

কোনো গ্রাহক তার ব্যাংক হিসাব বন্ধ করতে চাইলে তাকে ব্যাংকের অব্যবহৃত পাস বই এবং চেকের ফরমগুলো ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে সাদা কাগজে দরখাস্ত করতে হয়। ব্যাংক তখন গ্রাহকের হিসাব বন্ধ সংক্রান্ত খরচ বাদ দিয়ে বাকি অর্থ ফেরত দেয়। এরপর ব্যাংকের খতিয়ানে হিসাব গ্রহীতার নাম কেটে দেওয়া হয়। ওই হিসাবের পাশে 'হিসাব বন্ধ' কথাটি লিখে দেয়।

গ জালাল সাহেব প্রথমে সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালনা করতেন।

যে হিসাবে দিনে যতবার ইচ্ছা টাকা জমা দেয়া যায়, কিন্তু সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সাধারণত চাকরিজীবী, ছাত্র, কৃষক এরকম স্বল্প আয়ের মানুষজন এ হিসাব খুলে থাকে। এই হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক সামান্য সুদ প্রদান করে।

উদ্দীপকে জালাল সাহেব একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। চাকরিরত সময়ে তিনি ব্যাংকের একটি হিসাবে টাকা জমা রাখতেন। এ হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক তাকে সামান্য সুদ দিত। তার হিসাবটি ছিল একটি সঞ্চয়ী হিসাব। কারণ প্রথমত, জালাল সাহেব একজন স্বল্প আয়ের মানুষ। দ্বিতীয়ত, তার পরিচালিত হিসাবে ব্যাংক সামান্য পরিমাণ সুদ দেয়। আর আমরা জানি ব্যাংক চলতি হিসাবে কোনো সুদ দেয় না এবং স্থায়ী হিসাবে উচ্চ হারে সুদ দেয়। সুতরাং বলা যায়, জালাল সাহেবের হিসাবটি একটি সঞ্চয়ী হিসাব।

ঘ জালাল সাহেব চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় শুরু করার কারণে ব্যাংক ম্যানেজার তাকে পরবর্তী হিসাবটি অর্থাৎ চলতি হিসাব চালু করার পরামর্শ দেন।

যে হিসাব দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায় এবং উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি হিসাব বলে। চলতি হিসাবে ব্যাংক কোনো সুদ পরিশোধ করে না। সাধারণত ব্যবসায়ীরা এ ধরনের হিসাব খুলে থাকেন।

উদ্দীপকে জালাল সাহেব চাকরিরত অবস্থায় ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালনা করতেন। পরে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় শুরু করেন এবং ব্যাংকে আরেকটি হিসাব খোলেন। তার পরের হিসাবটি ছিল চলতি হিসাব কারণ সেসময় তিনি ব্যবসায় করতেন। এরপর তিনি বিদেশ চলে যান এবং পাঁচ বছর পর ফিরে এসে উভয় হিসাব চালু করতে চান। কিন্তু ম্যানেজার তাকে পরবর্তী হিসাবটি চালু করার পরমার্শ দেন।

জালাল সাহেব একজন ব্যবসায়ী হওয়ায় তার একটি চলতি হিসাবের প্রয়োজন। এর মাধ্যমে তিনি তার ব্যবসায়িক দেনা-পাওনা পরিশোধ বা আদায় করতে পারবেন। চলতি হিসাবটির মাধ্যমে তিনি জমাতিরিক্ত উত্তোলন করতে পারবেন। আর সঞ্চয়ী হিসাব খোলার মাধ্যমে অর্থ সঞ্চয় করা তার এখন দরকার নেই। কারণ অর্থ সঞ্চয় না করে সেই অর্থ তিনি ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে পারেন। সুতরাং জালাল সাহেব ব্যবসায়ী হবার কারণেই ব্যাংক ম্যানেজার চলতি হিসাবটি চালু করার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রশ্ন ▶২৪ জনাব সাফিনের ব্যাংক হিসাবে স্থিতির পরিমাণ দশ লক্ষ টাকা। ব্যবসায়ের প্রয়োজনে তিনি ব্যাংক ম্যানেজারের সাথে আলোচনা করে পনের লক্ষ টাকা তার হিসাব থেকে উত্তোলন করেন। পরবর্তী সময়ে ব্যবসায় লাভের দশ লক্ষ টাকা দীর্ঘমেয়াদে একই হিসাবে জমা দিতে গেলে ব্যাংক ম্যানেজার তাকে পৃথক একটি হিসাব খোলার পরামর্শ দেন। *[আবদুল কাদির মোল-া সিটি কলেজ, নরসিংদী]*

ক. KYC ফর্ম কী? ১

খ. একজন কৃষকের জন্য কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব উত্তম? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব সাফিন কোন ধরনের হিসাব পরিচালনা করছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাংক ম্যানেজার কর্তৃক জনাব সাফিনকে নতুন ব্যাংক হিসাব খোলার পরামর্শের যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হিসাব খোলার সময় আবেদন ফর্মের সাথে আবেদনকারী সংক্রান্ড় বিভিন্ন তথ্য সংবলিত যে ফর্ম বাধ্যতামূলকভাবে হিসাবগ্রহীতাকে পূরণ করতে হয় তাকে KYC (Know Your Customer) ফর্ম বলে।

খ একজন কৃষকের জন্য সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাব উত্তম।

যে হিসাবের মাধ্যমে দিনে যতবার খুশি অর্থ জমা দেয়া যায়, কিন্তু সপ্তাহে দুইবারের বেশি উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। স্বল্প আয়ের মানুষ যেমন: চাকরিজীবী, কৃষক– এদের জন্য এই হিসাব উপযোগী। এই হিসাবের মাধ্যমে তারা স্বল্প হারে সুদ পেতে পারে।

গ উদ্দীপকে জনাব সাফিন চলতি হিসাব পরিচালনা করছেন।

যে হিসাবে যতবার খুশি টাকা জমাদান এবং উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি হিসাব বলে। সাধারণত ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় লেনদেন নিষ্পত্তি করার জন্য এই ধরনের হিসাব পরিচালনা করে থাকে। এই হিসাবে জমাতিরিক্ত উত্তোলন করা যায়।

উদ্দীপকে জনাব সাফিনের ব্যাংক হিসাবের স্থিতির পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তিনি ব্যাংক ম্যানেজারের সাথে আলোচনা করে ১৫ লক্ষ টাকা তার হিসাব থেকে উত্তোলন করেন। আমানতের চেয়েও বেশি পরিমাণ টাকা উত্তোলন করা যায় শুধু চলতি হিসাবে। আবার জনাব সাফিন পরবর্তীতে দশ লক্ষ টাকা একই হিসাবে জমা রাখতে চাইলে ম্যানেজার তাকে নতুন অন্য একটি হিসাব খোলার জন্য বলেন। কারণ জনাব সাফিনের বর্তমান হিসাবটি চলতি হিসাব। সুতরাং বলা যায়, জনাব সাফিন চলতি হিসাব পরিচালনা করছেন।

ঘ ব্যাংক ম্যানেজার কর্তৃক জনাব সাফিনকে স্থায়ী হিসাব খোলার পরামর্শটি যৌক্তিক।

যে হিসাব একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের আগে সাধারণত উত্তোলন করা যায় না তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। এই হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক উচ্চ হারে সুদ প্রদান করে।

উদ্দীপকে জনাব সাফিন একজন ব্যবসায়ী। ব্যাংকে তার একটি চলতি হিসাব আছে। তিনি চলতি হিসাবটি থেকে জমাতিরিক্ত উত্তোলন করেন এবং পরবর্তীতে একই হিসাবে দশ লক্ষ টাকা দীর্ঘমেয়াদের জন্য জমা রাখতে চান। কিন্তু ব্যাংক ম্যানেজার তাকে নতুন করে একটি স্থায়ী হিসাব খুলে টাকা জমা রাখার পরামর্শ দেন। স্থায়ী হিসাবে টাকা জমা দেয়ায় মাধ্যমে জনাব সাফিন উচ্চ হারে সুদ পাবেন। আবার তার দীর্ঘমেয়াদে টাকা জমা রাখার উদ্দেশ্যও হাসিল হবে। পক্ষান্ড়রে চলতি হিসাবে টাকা জমা রাখলে তিনি কোনো সুদ পাবেন না। সুতরাং চলতি হিসাবে দীর্ঘমেয়াদে টাকা জমা রাখতে চাওয়া জনাব সাফিনের জন্য যৌক্তিক নয় বরং ম্যানেজারের পরামর্শটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶২৫ সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং নানামুখী প্রয়োজনে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পরিধি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুসারে এবং মক্কেলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং ভবিষ্যতে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে ব্যাংক সাধারণত ব্যাংক হিসাবের ব্যবস্থা করে থাকে। এটি ছাড়া সাধারণত ব্যাংকগুলো কারো সাথে লেনদেন করে না। বিভিন্ন গ্রাহক তার নানামুখী প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে সঠিক ব্যাংক হিসাব খুলে থাকে।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর]

ক. পাস বই কী? ১

খ. বাহক চেক অনিরাপদ-ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণনানুযায়ী ব্যাংক হিসাব খোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৩

ঘ. ব্যাংক হিসাব নির্বাচনের সময় বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সঞ্চয়ী হিসাবের গ্রাহককে তার লেনদেন সংক্রান্ড় তথ্য সরবরাহের জন্য ব্যাংক ক্ষুদ্রাকৃতির যে বই সরবরাহ করে তাকে ব্যাংক পাস বই বলে।

খ বাহক চেকের অর্থ ব্যাংক নগদে পরিশোধ করে বিধায় এটি অনিরাপদ।

যে চেক ব্যাংকে উপস্থাপন হওয়া মাত্রই ব্যাংক নগদে পরিশোধ করে দেয় তাকে বাহক চেক বলে। কোনো ধরনের যাচাই-বাছাই ছাড়াই ব্যাংক টাকা বাহক চেকের উপস্থাপককে পরিশোধ করে দেয়। এজন্য চেক হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে চেকের আসল মালিকের আর্থিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। এজন্যই বাহক চেক অনিরাপদ।

গ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ব্যাংক হিসাব খোলা অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যাংক হিসাব হলো মক্কেলের সাথে ব্যাংকের সম্পর্ক রক্ষা এবং আর্থিক লেনদেনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহককে অর্থ জমা ও অন্যান্য আর্থিক লেনদেন করার সুযোগ দিয়ে থাকে।

উদ্দীপকে ব্যাংক হিসাবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা হয়েছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাংকিং ব্যবস্থার পরিধিও। ব্যাংক তার গ্রাহকদের সুবিধার্থে এবং অনেক সময় ব্যাংকের নিজের সুবিধার্থে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সেবা দিয়ে থাকে। ব্যাংক হিসাব খোলার মধ্য দিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি হয় এবং তারা ঝুঁকিবিহীন আয়ের সুযোগ পায়। আবার ব্যাংক জাতীয় মূলধন গঠন, অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে। এছাড়া ব্যাংক হিসাব ছাড়া ব্যাংকের সাথে আর্থিক লেনদেনের যথাযথ হিসাব ব্যাংক বা গ্রাহক কেউই রাখতে পারত না। সুতরাং বলা যায়, ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়ার জন্য এবং অন্যান্য কারণে ব্যাংক হিসাব খোলা বাঞ্ছনীয়।

ঘ বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবের মধ্যে যথাযথ হিসাবটি নির্বাচনের জন্য গ্রাহককে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করতে হয়।

ব্যাংক তার গ্রাহককে বিভিন্ন ধরনের হিসাবের সুবিধা প্রদান করে। চলতি হিসাব, সঞ্চয়ী হিসাব এবং স্থায়ী হিসাব এর মধ্যে অন্যতম। তবে সব হিসাবই সব ধরনের গ্রাহকের জন্য নয়। গ্রাহকদের হিসাব নির্বাচনের সময় বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করতে হয়।

ব্যাংকগুলো সাধারণত ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে গ্রাহকদের ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে থাকে। ব্যাংক হিসাব নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রাহক বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে সিদ্ধান্ড় নেয়। ভুল হিসাব নির্বাচন করলে গ্রাহকেরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

ব্যাংক হিসাব নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে গ্রাহকের প্রকৃতি। এর ওপর ভিত্তি করেই মূলত হিসাবের পার্থক্য হয়ে থাকে। যেমন: ব্যবসায়ীদের জন্য সবচেয়ে ভালো হচ্ছে চলতি হিসাব আবার স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য সঞ্চয়ী হিসাব। গ্রাহকের প্রকৃতির সাথে লেনদেনের পরিমাণ ও প্রকৃতিও সম্পর্কিত। যেমন ব্যবসায়ীদের দিনে অসংখ্যবার লেনদেন করতে হয়। এছাড়াও বিবেচনা করতে হয় সুদের হার এবং ঋণের সুবিধা। গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী সুদের হারের পছন্দ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন যার অনেক পরিমাণ অলস অর্থ আছে তিনি চাইবেন সর্বোচ্চ পরিমাণ সুদ আয় করতে। আবার একজন ব্যবসায়ী চাইবেন তিনি যেন অসংখ্যবার লেনদেন করতে পারেন। তার উচ্চ হারে সুদ প্রয়োজন নেই। সর্বশেষ একজন গ্রাহককে ব্যাংকিং সুবিধা অর্থাৎ কত সহজে তিনি ব্যাংকিং সেবা পেতে তা বিবেচনা করতে হয়।

প্রশ্ন ▶২৬ জনাব সেলিম একজন অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী। তিনি তার চাকরির অবসরের টাকা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে চান। এজন্য তিনি তার নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজারের সাথে পরামর্শ করলে তাকে এমন একটি হিসাব খুলতে বলেন যেখানে তিনি নির্দিষ্ট সময় শেষে দ্বিগুণ অর্থ পাবেন। যা জনাব সেলিমের জন্য উপযুক্ত তথা লাভজনক। *[কুমিল-া ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১

খ. চলতি হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক সুদ প্রদান করে না কেন? ২

গ. ম্যানেজার জনাব সেলিমকে কোন হিসাব খোলার পরামর্শ দিয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব সেলিমের জন্য উক্ত হিসাব খোলার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকের নামে যে হিসাব খুলে ব্যাংক গ্রাহককে অর্থ লেনদেন ও ব্যাংকিং সেবা নেয়ার সুযোগ দিয়ে থাকে তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

খ চলতি হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমাদান বা উত্তোলন করা যায়।

পুনঃপুনঃ লেনদেনের কারণে এই হিসাবের আমানত ব্যাংকে বেশিক্ষণ অবস্থান করে না এবং ব্যাংক এই আমানত থেকে ঋণ প্রদান করতে পারে না। কারণ গ্রাহক যে কোনো সময় টাকা উত্তোলন করতে পারে। এজন্য ব্যাংক চলতি হিসাবে কোনো সুদ দেয় না, বরং সার্ভিস চার্জ কেটে নেয়।

গ ম্যানেজার জনাব সেলিমকে স্থায়ী হিসাব খোলার পরামর্শ দিয়েছেন।

যে হিসাবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্থ জমা রাখা হয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে সাধারণত উত্তোলন করা যায় না তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। স্থায়ী হিসাবে ১ মাস থেকে ১০ বছর পর্যন্ড় সময়ের জন্য টাকা জমা রাখা যায়। এই হিসাবে ব্যাংক উচ্চ হারে সুদ প্রদান করে।

উদ্দীপকে জনাব সেলিম একজন অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী। তিনি তার অবসরের টাকা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে চান। এজন্য তিনি সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করেন। ম্যানেজার তাকে একটি হিসাব খুলতে বলেন, যেখানে নির্দিষ্ট সময় শেষে টাকা দ্বিগুণ হবে। স্থায়ী হিসাবেই শুধু নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ড় টাকা জমা রাখলে সুদসহ একত্রিত হয়ে টাকা দ্বিগুণ হবার সুযোগ আছে। চলতি বা সঞ্চয়ী

বা অন্য কোনো হিসাবে এ সুযোগ নেই। সুতরাং বলা যায়, ব্যাংক ম্যানেজার জনাব সেলিমকে স্থায়ী হিসাব খোলার পরামর্শ দিয়েছেন।

ঘ জনাব সেলিমের জন্য স্থায়ী হিসাবটি খোলা যৌক্তিক।
স্থায়ী হিসাব একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয় এবং সাধারণত মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে উত্তোলনের কোনো সুযোগ থাকে না। এই হিসাবের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো অন্যান্য হিসাবের তুলনায় এর সুদের হার সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো মেয়াদপূর্তির আগে টাকা উত্তোলন করা যায় না।
উদ্দীপকে জনাব সেলিম একজন অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী। তিনি তার চাকরির টাকা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে চান। তিনি সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করলে ম্যানেজার একটি স্থায়ী হিসাব খোলার জন্য বলেন। কারণ এই হিসাবটিই জনাব সেলিমের জন্য সবচেয়ে বেশি লাভজনক হবে।
জনাব সেলিম ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সংরক্ষণ করতে চান। তিনি অবসরকালীন সময়ে একটি বড় অঙ্কের টাকা পেয়েছেন। এই টাকা সঞ্চয়ী হিসাবে রাখলে সেটি তার জন্য লাভজনক হতো না। আবার চলতি হিসাব খোলার কোনো যৌক্তিকতা জনাব সেলিমের জন্য নেই। কারণ তিনি ব্যবসায়ী নন। তিনি যেহেতু ভবিষ্যতের জন্য অর্থাৎ নির্দিষ্ট মেয়াদে টাকা সংরক্ষণ করতে চান এবং লাভজনকভাবে সংরক্ষণ করতে চান সেহেতু স্থায়ী হিসাব খোলাটা তার জন্য যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶২৭ মি. রবিন ও মি. নবীন দুই ভাই। প্রথমজন ব্যবসায়ী ও অন্যজন চাকুরে। মি. রবিনের হিসাবে ২০,০০,০০০ এবং মি. নবীনের হিসাবে ১০,০০,০০০ টাকা জমা আছে। মি. নবীন বছর শেষে তার হিসাব থেকে কিছু আয় পেলেও মি. রবীন তা পান না। জরুরি অবস্থায় দুই ভাই তাদের হিসাবের সমুদয় অর্থের অতিরিক্ত কিছু পরিমাণ অর্থ উত্তোলনের নিমিত্তে ব্যাংকে চেক জমা দিলেন। কিন্তু ব্যাংক মি. রবিনকে অর্থ দিলেও মি. নবীনকে অর্থ প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করে। এতে মি. নবীন মনঃক্ষুণ্ন হন। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১
খ. পেনশন সঞ্চয়ী হিসাব বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. রবিন এর হিসাব কোন ধরনের ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. নবীনের হিসাবের প্রকৃতি তার মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় –এ বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকের নামে যে হিসাব খুলে ব্যাংক অর্থ লেনদেন ও ব্যাংকিং সেবা নেয়ার সুযোগ দেয় তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

খ যে হিসাবে গ্রাহক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ড় মাসে মাসে টাকা জমা করে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে একবারে উত্তোলন করে তাকে পেনশন সঞ্চয়ী হিসাব বলে।
সাধারণ বেসরকারি চাকরিজীবী ও সকল ধরনের পেশাজীবী মানুষ সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ উভয় সুবিধা লাভের জন্য পেনশন সঞ্চয়ী হিসাব খুলে থাকে। ডিপোজিট পেনশন স্কিম (DPS), হজ্ব একাউন্ট ইত্যাদি পেনশন সঞ্চয়ী হিসাবের আওতাভুক্ত।

গ মি. রবিনের হিসাবটি একটি চলতি হিসাব।
যে ব্যাংক হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া এবং উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি হিসাব বলে। ব্যবসায়ীদের জন্য এ হিসাব উপযোগী। চলতি হিসাবের বিপরীতে জমাতিরিক্ত উত্তোলন করা যায় এবং এ হিসাবে ব্যাংক কোনো সুদ প্রদান করে না।
উদ্দীপকে মি. রবিনের ব্যাংক হিসাবে ২০,০০,০০০ টাকা আছে। তিনি একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার হিসাবের বিপরীতে কোনো ধরনের সুদ পান না। আবার জরুরি অবস্থায় তিনি তার হিসাব থেকে অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করার জন্য চেক প্রদান করেন। ব্যাংক মি. রবিনকে অতিরিক্ত টাকা উত্তোলনের সুযোগ দেয়। অর্থাৎ মি. রবিন তার হিসাব থেকে জমাতিরিক্ত উত্তোলন করেন। মি. রবিন তার হিসাবের বিপরীতে কোনো সুদ পান না এবং জমাতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগ শুধু চলতি হিসাবে থাকায়, বলা যায় মি. রবিনের হিসাবটি একটি চলতি হিসাব।

ঘ মি. রবিনের হিসাবের প্রকৃতি তার মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় –বক্তব্যটি যথার্থ।
যে হিসাবে যতবার খুশি টাকা জমা দেওয়া যায়, কিন্তু সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে।
উদ্দীপকে মি. নবীন একজন চাকরিজীবী। ব্যাংকের হিসাবে তার ১০,০০,০০০ টাকা জমা আছে। তিনি তার হিসাব থেকে বছর শেষে সুদের মাধ্যমে কিছু আয় পান। কিন্তু জরুরি অবস্থার কারণে মি. নবীনের কিছু অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়। তার ভাই মি. রবিনের একই পরিস্থিতি হওয়ায় তিনি ব্যাংকে চেক জমা দেন। ব্যাংক মি. রবিনকে টাকা প্রদান করলেও মি. নবীনকে প্রদান করে নি। এতে মি. নবীন মনঃক্ষুণ্ন হন।
বৈশিষ্ট্য বিচারে মি. নবীনের হিসাবটি একটি সঞ্চয়ী হিসাব। সঞ্চয়ী হিসাবে ব্যাংক সামান্য হারে সুদ প্রদান করে এবং এখানে জমাতিরিক্ত উত্তোলনের কোনো সুযোগ থাকে না। পক্ষান্ড়রে চলতি হিসাবে জমাতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগ থাকে বিধায় ব্যাংক মি. রবিনকে টাকা দেয়। তাই মি. রবিনকে টাকা দেয়ায় এবং মি. নবীনকে টাকা না দেয়ায় তার মনঃক্ষুণ্ন হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন ▶২৮ রুমানা বেগম সম্প্রতি সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি অবসরকালীন ১০ লক্ষ টাকা দীর্ঘমেয়াদের জন্য ব্যাংকে জমা রাখতে চান। অবশিষ্ট ১০ লক্ষ টাকা তিনি সঞ্চয়ী হিসাবে রেখেছেন। কিন্তু চেকের মাধ্যমে সঞ্চয়ী হিসাব থেকে সাপ্তাহিক অর্থ উত্তোলনে সীমাবদ্ধতা থাকায় তিনি ব্যাংকের কাছে সহজে বহনযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য কিছু দাবি করেন। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. নমুনা স্বাক্ষর কার্ড কী? ১
খ. KYC ফরম কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দীর্ঘমেয়াদের জন্য কোন হিসাবে অর্থ সংরক্ষণ করলে রুমানা বেগম লাভবান হবেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে রুমানা বেগম ব্যাংকের কাছে কোন জিনিসটি দাবি করেছেন বলে তুমি মনে করো? বর্ণনা দাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চেকের স্বাক্ষর যথার্থ কিনা তা মিলিয়ে দেখার জন্য আমানতকারীর নমুনা স্বাক্ষর যে কার্ডে ব্যাংক কর্তৃক সংরক্ষণ করা হয় তাকে নমুনা স্বাক্ষর কার্ড বলে।

খ ব্যাংক হিসাব খোলার সময় আবেদন ফর্মের সাথে আবেদনকারীর বিভিন্ন তথ্য সংবলিত যে ফর্ম বাধ্যতামূলকভাবে হিসাবগ্রহীতাকে পূরণ করতে হয় তাকে KYC ফর্ম বলে।
KYC-এর পূর্ণরূপ হলো Know Your Customer. মানি লন্ডারিং আইন দেশে চালু হবার পর থেকে ভুয়া নামে হিসাব খোলা ও অন্যায়ভাবে লেনদেন নিয়ন্ত্রণের জন্য হিসাব খোলার সময় এই ফর্ম পূরণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়। অর্থাৎ ভুয়া লেনদেন, আর্থিক কেলেঙ্কারি ইত্যাদি রোধ করার জন্য KYC ফর্ম প্রয়োজনীয়।

গ দীর্ঘমেয়াদের জন্য স্থায়ী হিসাবে অর্থ সংরক্ষণ করলে রুমানা বেগম লাভবান হবেন।
যে হিসাবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্থ জমা রাখা হয় এবং মেয়াদপূর্তির আগে সাধারণত অর্থ উত্তোলন করা যায় না তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। স্থায়ী হিসাবে ব্যাংক অধিক হারে সুদ প্রদান করে।
রুমানা বেগম সম্প্রতি সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি তার অবসরকালীন অর্থের ১০ লক্ষ টাকা দীর্ঘমেয়াদের জন্য ব্যাংকে জমা রাখতে চান। তিনি একটি স্থায়ী হিসাব খুলে উক্ত অর্থ জমা রাখতে পারেন। এতে তিনি শুধু মেয়াদ শেষেই টাকা উত্তোলন করতে পারবেন। তবে ব্যাংক তাকে উচ্চ হারে সুদ প্রদান করবে। মূলত স্থায়ী হিসাবেই সুদের হার সবচেয়ে বেশি। এই হিসাবের মেয়াদ দীর্ঘমেয়াদি হওয়ায় রুমানা বেগম স্থায়ী হিসাবে অর্থ জমা করলে লাভবান হবেন।

ঘ উদ্দীপকে রুমানা বেগম ব্যাংকের কাছে এটিএম কার্ড দাবি করেছেন বলে আমি মনে করি।
যে ইলেক্ট্রনিক কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহক এটিএম বুথ থেকে ২৪ ঘণ্টা অর্থ উত্তোলন ও জমাদান করতে পারে তাকে এটিএম কার্ড বলে। এটিএম কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন করার জন্য গ্রাহককে ব্যাংকে যেতে হয় না। আবার গ্রাহক যতবার খুশি লেনদেন করতে পারে।
উদ্দীপকে রুমানা বেগম সম্প্রতি সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি অবসরকালীন ১০ লক্ষ টাকা সঞ্চয়ী হিসাবে জমা রেখেছেন। কিন্তু সঞ্চয়ী হিসাব থেকে চেকের মাধ্যমে সপ্তাহে দুইবারের বেশি অর্থ উত্তোলন করার সুযোগ না থাকায় তিনি ব্যাংকের কাছে এটিএম কার্ড চান, যা সহজে বহনযোগ্য এবং ব্যবহারযোগ্য।
এটিএম কার্ডের মাধ্যমে রুমানা বেগম দিনে যতবার খুশি অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন। আবার এই কার্ড ব্যবহার করার মাধ্যমে তার লেনদেন সহজ হয়ে যাবে। ই-ব্যাংকিং এর অন্যতম একটি অংশ হলো এটিএম কার্ড। এটি সহজে ব্যবহারযোগ্য এবং বহনযোগ্য। এটি ব্যবহারের মাধ্যমে সঞ্চয়ী হিসাবের লেনদেনের সীমাবদ্ধতা দূর করা যায়। সুতরাং বলা যায়, রুমানা বেগম ব্যাংকের কাছে এটিএম কার্ড দাবি করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ২৯ জনাব মিজবাহ একজন চাকুরে। জেড ব্যাংকে হিসাব খুলেছেন। ব্যাংক চেক বই না দিলেও তিনি খুব খুশি। কিন্তু অন্য ব্যাংক থেকে টাকা তার হিসেবে পাঠানো যাচ্ছে না। প্রয়োজনে তিনি জমার রসিদকে জামানত হিসেবে ব্যাংকে রেখে ঋণ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। তিনি এখন এমন একটি ব্যাংক হিসাব খোলার কথা ভাবছে যেখানে তিনি অব্যাহতভাবে অর্থ লেনদেন করতে পারবেন। আয় কম হলেও অনলাইন, ক্রেডিট কার্ডসহ বিভিন্ন ধরনের সুবিধা পাবেন।
[সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা]

ক. চলতি হিসাব কী? ১
খ. ব্যাংক হিসাব ব্যাংক ও মক্কেল উভয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. উদ্দীপকের জনাব মিজবাহর প্রথম হিসাবটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আয় কম হলেও নতুন ব্যাংক হিসাবটি জনাব মিজবাহর ব্যাংক সম্পৃক্ততা বাড়বে –এ বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায় এবং উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি হিসাব বলে।

খ ব্যাংক হিসাব ব্যাংক ও মক্কেলের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তি হওয়ায় এটি উভয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
আর্থিক লেনদেনের সুযোগ দেয়ার লক্ষ্যে গ্রাহকের নামে ব্যাংক যে হিসাব খোলে তাকে ব্যাংক হিসাব বলে। ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমেই গ্রাহক ব্যাংকের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করার সুযোগ পায়। আবার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমেই আমানত সংগ্রহ করে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। ফলে ব্যাংক ও মক্কেলের মধ্যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। আর এ সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য ব্যাংক হিসাব ব্যাংক ও মক্কেল উভয়ের জন্য অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকের জনাব মিজবাহর প্রথম হিসাবটি স্থায়ী হিসাব।
যে হিসাব একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা হয় এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে এর অর্থ উত্তোলন করা যায় না তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। স্থায়ী হিসাবে ব্যাংক গ্রাহককে একটি স্থায়ী আমানত রসিদ (FDR) প্রদান করে এবং এই হিসাবে কোনো ধরনের চেকবই ইস্যু করে না। এই হিসাবে ব্যাংক উচ্চ হারে সুদ দিয়ে থাকে।
উদ্দীপকে জনাব মিজবাহ একজন চাকরিজীবী। জেড ব্যাংকে তার একটি হিসাব আছে। ব্যাংক তাকে কোনো চেক বই ইস্যু না করলেও বেশি পরিমাণে সুদ দিয়ে থাকে। যার কারণে জনাব মিজবাহ খুশি। কিন্তু অন্য কোনো ব্যাংক থেকে জনাব মিজবাহর এই হিসাবে টাকা প্রেরণ করা যাচ্ছে না। অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য বিচারে বলা যায়, জনাব মিজবাহর হিসাবটি একটি স্থায়ী হিসাব। আর এ হিসাবের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো তিনি যে স্থায়ী আমানত রসিদ (FDR) পেয়েছেন সেটি বন্ধক রেখে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারছেন। সুতরাং বলা যায়, জনাব মিজবাহর প্রথম হিসাবটি একটি স্থায়ী হিসাব।

ঘ আয় কম হলেও নতুন ব্যাংক হিসাবটি জনাব মিজবাহর ব্যাংক সম্পৃক্ততা বাড়াবে –বক্তব্যটি যথার্থ।
যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেওয়া যায়, কিন্তু সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সঞ্চয়ী হিসাবে ব্যাংক স্বল্প হারে সুদ প্রদান করে এবং এই হিসাবে ই-ব্যাংকিং এর সুবিধা পাওয়া যায়।
উদ্দীপকে জনাব মিজবাহর একটি স্থায়ী হিসাব আছে জেড ব্যাংকে। কিন্তু এই হিসাবের মাধ্যমে তিনি অন্য ব্যাংক থেকে তার হিসাবে টাকা জমা করতে পারছেন না। এ কারণে তিনি অন্য একটি হিসাব খোলার কথা ভাবছেন। হিসাব খোলার মধ্য দিয়ে তিনি অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা পেতে চান এবং অব্যাহতভাবে অর্থ লেনদেন করতে চান। এক্ষেত্রে তার জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযুক্ত এবং এই হিসাব ব্যাংকের সাথে তার সম্পৃক্ততা বাড়াবে।
সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে জনাব মিজবাহ অন্য ব্যাংক থেকে টাকা তার হিসাবে জমা করতে পারবেন, যেটি তার আগের হিসাবে অর্থাৎ স্থায়ী হিসাবে সম্ভব ছিল না। আবার তিনি অনলাইন ব্যাংকিং, এটিএম কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা ব্যাংকিং সুবিধা নিতে পারবেন। সুতরাং বলা যায়, জনাব মিজবাহর সঞ্চয়ী হিসাব থাকায় ব্যাংকের সাথে তার সম্পৃক্ততা বাড়বে।

প্রশ্ন ▶ ৩০ মিসেস বিথী তার পারিবারিকে সঞ্চয়ের ৫ লক্ষ টাকা ব্যাংক আমানত হিসাবে জমা দিতে ইচ্ছুক। সে ক্ষেত্রে, তার মূল উদ্দেশ্য অধিক সুদ প্রাপ্তি। তিনি সম্ভাব্য কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা বিশে-ষণ করলেন যাতে তাঁর আমানত ঝুঁকির মুখে না পড়ে যেহেতু বাংলাদেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকই এই সংক্রান্ড় আন্ড়র্জাতিক মানদন্ড় মেনে চলছে, তাই তিনি তুলনামূলক অধিক সুদে ব্যাক ব্যাংকে তার অর্থ জমা রাখতে স্বস্ড়ি বোধ করছেন।
[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]

ক. খোলা প্রত্যয়পত্র কী? ১
খ. ফ্যাক্টরিং থেকে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ফোরফেইটিং এর কার্যপরিধি ব্যাপক –আলোচনা করো। ২
গ. মিসেস বিথী ব্যাংকে যে হিসেবে টাকা জমা দিতে চান সে হিসাব খোলার পদ্ধতি আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে কোন আন্ড়র্জাতিক মানদন্ডের কথা উলে-খ করা হয়েছে? আলোচনা করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইস্যুকারী ব্যাংক যেকোনো সময় প্রত্যয়পত্র বাতিল করতে পারবে এই মর্মে প্রত্যয়পত্র ইস্যু করলে তাকে খোলা প্রত্যয়পত্র বলে।

খ ফোরফেইটিং এর মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি অর্থায়ান করায় এর কার্যপরিধি ব্যাপক।
বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারককে প্রাপ্ত বিলের বিপক্ষে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি অর্থায়নের আধুনিক ব্যবস্থাকেই ফোরফেইটিং বলে। অপরদিকে, প্রাপ্য বিল কোনো ফ্যাক্টরের কাছে মেয়াদপূর্তির পূর্বেই কম দামে বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করাকে ফ্যাক্টরিং বলে। ফোরফেইটিং এর মাধ্যমে রপ্তানিকারকের উৎপাদন কাজে অর্থায়ন করে সহায়তা দেয়া হয়। এজন্যই ফ্যাক্টরিং এর চেয়ে ফোরফেইটিংয়ের কার্যপরিধি ব্যাপক।

গ স্থায়ী হিসাব খোলার প্রক্রিয়া মোট তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়।
যে হিসাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ জমা করা হয় এবং মেয়াদ পূর্তি না হওয়া পার্যন্ড় টাকা সাধারণত উত্তোলন করা যায় না তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। স্থায়ী হিসাবে ব্যাংক সর্বোচ্চ হারে সুদ প্রদান করো।

উদ্দীপকে মিসেস বিথী তার পারিবারিক সঞ্চয়ের ৫ লক্ষ টাকা ব্যাংকে আমানত হিসাবে জমা দিতে ইচ্ছুক। তার মূল উদ্দেশ্য অধিক সুদ প্রাপ্তি হওয়ায় আমরা বলতে পারি তিনি স্থায়ী হিসাবে টাকা রাখতে চান। স্থায়ী হিসাব খোলার জন্য মিসেস বিথীকে প্রথমেই ব্যাংকে গিয়ে আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে হবে। এরপর আবেদন ফরম এবং তার সাথে KYC ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে হবে। এরপর তাকে অর্থ জমা দিতে হবে এবং স্থায়ী আমানত রসিদ সংগ্রহ করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে মিসেস বিথীর স্থায়ী হিসাব খোলা সম্পন্ন হবে। তার সংগৃহীত স্থায়ী আমানত রসিদটি দিয়ে তিনি মেয়াদ শেষে সুদসহ আমানতের টাকা উত্তোলন করতে পারবেন।

ঘ উদ্দীপকে আন্তর্জাতিক মানদন্ড ব্যাসেল (Basel) এর কথা বলা হয়েছে।

তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য Bank of International Settlement (BIS) কর্তৃক প্রবর্তিত নির্দেশনা বা বিধি বিধান ব্যাসেল নামে পরিচিত। ব্যাসেল-১ প্রবর্তন করার পর ব্যাসেল-২ প্রবর্তন করা হয়।

উদ্দীপকে মিসেস বিথী তার সঞ্চয়ের ৫ লক্ষ টাকা ব্যাংকে আমানত হিসেবে রাখার জন্য কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা বিশ্লেষণ করেন। বাংলাদেশের সকল ব্যাংকই এই সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানদন্ড ব্যাসেল মেনে চলে। তাই তিনি বিভিন্ন ব্যাংক বিশ্লেষণ করে ব্র্যাক ব্যাংকে টাকা জমা রাখাই অধিক নিরাপদ মনে করেন।

ব্যাসেল নামক আন্তর্জাতিক মানদন্ডটির মূল কথা হলো ব্যাংক কোম্পানির মূলধন যেন এমন অপর্যাপ্ত এবং ঝুঁকিপূর্ণ না হয়ে পড়ে যাতে আমানতকারীদের আমানত ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। এই মানদন্ডটি অনুসরণ করার কারণেই ব্যাংকসমূহ পর্যাপ্ত পরিশোধিত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল সংরক্ষণ করে। ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশে ব্যাসেল পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাসেল অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে সম্পর্ক রেখে তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের জন্য ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা নির্দেশনা (Risk Based Capital Adequacy/RBCA) জারি করেছে। মিসেস বিথী এই মানদন্ডটির আলোকেই ব্যাংকগুলোকে বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রশ্ন ▶৩১ মি. নাদিম একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। তিনি অবসরকালীন ৩০,০০,০০০ টাকার মধ্যে ২০,০০,০০০ টাকা নির্দিষ্ট সময় শেষে দ্বিগুণ অর্থ পাবেন ভেবে ব্যাংকে একটি হিসাব খুললেন। বাকি অর্থ দিয়ে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মি. জাভেদের সাথে অংশীদারি ব্যবসায়ে যুক্ত হলেন। যথারীতি মি. নাদিম ও মি. জাভেদকে ব্যাংকে আরও একটি হিসাব খুলতে হলো। *[ঢাকা কলেজ]*

ক. চলতি হিসাব কী? ১

খ. KYC ফর্ম বলতে কী বোঝ? ২

গ. মি. নাদিম প্রথমে কোন ধরনের হিসাব খুলেছিলেন? বুঝিয়ে লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মি. নাদিমের হিসাবটি ও পরবর্তী হিসাবটির মধ্যে কতটুকু পার্থক্য বিদ্যমান? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যাংক হিসাবের ক্ষেত্রে একজন গ্রাহক কর্মদিবসে প্রয়োজন অনুযায়ী যতবার ইচ্ছা অর্থ জমা দিতে ও উত্তোলন করতে পারে তাকে চলতি হিসাব বলে।

খ যে ফরমের মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহক সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে তাকে KYC ফর্ম বলে।

KYC শব্দের পূর্ণরূপ হলো "Know your customer" অর্থাৎ তোমার গ্রাহককে জানো। ভুয়া গ্রাহক চিহ্নিতকরণ ও অবৈধ লেনদেন বন্ধ করা এই ফর্মের উদ্দেশ্য। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এই ফর্মের সত্যতা যাচাই করে গ্রাহকের হিসাব চালু করে। ব্যাংক হিসাব খোলার ক্ষেত্রে এ ফর্ম পূরণ করা গ্রাহকের জন্য বাধ্যতামূলক।

গ মি. নাদিম প্রথমে স্থায়ী হিসাব খুলেছিলেন।

স্থায়ী হিসাবে একজন আমানতকারী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ জমা রাখে। তবে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে অর্থ উত্তোলন করা যায় না। এ হিসাবে অপেক্ষাকৃত বেশি হারে সুদ প্রদান করা হয়।

উদ্দীপকে মি. নাদিম অবসরকালীন ৩০,০০,০০০ টাকা পান। এর মধ্যে ২০,০০,০০০ টাকা জমা রাখার জন্য ব্যাংকে একটি হিসাব খোলেন। এই হিসাব থেকে তিনি নির্দিষ্ট সময় শেষে দ্বিগুণ অর্থ পাবেন। এখানে তিনি প্রথমে সুবিধা গ্রহণের জন্য স্থায়ী হিসাব খুলেছিলেন। এই হিসাবের ক্ষেত্রে তাকে একত্রে সব অর্থ নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জমা দিতে হয়েছে। এই জমাকৃত আমানতের ওপর তিনি অধিক হারে সুদ পাবেন। তবে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমাকৃত অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন না। মেয়াদ শেষে তিনি জমাকৃত অর্থ সুদসহ উত্তোলন করতে পারবেন। সুতরাং বলা যায়, মি. নাদিম যে হিসাবটি খুলেছিলেন তা একটি স্থায়ী হিসাব।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত মি. নাদিমের হিসাবটি একটি স্থায়ী হিসাব ও পরবর্তী হিসাবটি হলো চলতি হিসাব।

স্থায়ী হিসাবে একজন আমানতকারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ জমা রাখতে হয়। এই মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে তিনি অর্থ উত্তোলন করতে পারেন না। চলতি হিসাবের ক্ষেত্রে গ্রাহক কার্যদিবসে প্রয়োজনমত অর্থ জমা ও উত্তোলন করতে পারেন।

উদ্দীপকে মি. নাদিম অবসরকালীন ৩০,০০,০০০ টাকার মধ্যে ২০,০০,০০০ টাকা ব্যাংকে রাখেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে দ্বিগুণ অর্থের আশায় তিনি ব্যাংকে একটি স্থায়ী হিসাব খোলেন। বাকি অর্থ দিয়ে তিনি মি. জাভেদের সাথে ব্যবসায় শুরু করেন। মি. নাদিম ও মি. জাভেদ ব্যাংকে একটি চলতি হিসাব খোলেন।

মূলত চলতি হিসাব ব্যবসায়ীদের জন্য উপযোগী। একজন ব্যবসায়ীকে একই কার্যদিবসে বহুবার ব্যাংকের সাথে লেনদেন করার প্রয়োজন হয়। তবে এই হিসাবে জমাকৃত অর্থের ওপর ব্যাংক কোনো সুদ প্রদান করে না। কিন্তু মি. নাদিমের স্থায়ী হিসাবে তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ একত্রে জমা দিতে হয়। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় পূর্বে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ পাবেন না। এ স্থায়ী আমানত থেকে তাকে সবচেয়ে বেশি সুদ দেয়া হয়। সুতরাং আমি মনে করি, উদ্দীপকে মি. নাদিমের হিসাব ও পরবর্তী হিসাবের মধ্যে হিসাবের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶৩২ ফাহিম আইডিয়াল কলেজের একজন ছাত্র। ব্যাংকে হিসাব খোলার মাধ্যমে সে ATM, অনলাইনসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং সুবিধা চায়। অন্যদিকে তার বাবা ঢাকার চক বাজারের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ের বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন ও কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে চান। *[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা]*

ক. নমুনা স্বাক্ষর কার্ড কী? ১

খ. KYC ফর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ফাহিমের ব্যাংকিং সেবার ভিত্তিতে কোন হিসাব খোলা উত্তম? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ফাহিমের বাবা ফাহিমের ব্যাংক হিসাব খুললে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হবে কি? তোমার মতামত দাও। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চেকের স্বাক্ষর যথার্থ কিনা তা মিলিয়ে দেখার জন্য ব্যাংক আমানতকারীর নমুনা স্বাক্ষর যে কার্ডে সংরক্ষণ করে তাকে নমুনা স্বাক্ষর কার্ড বলে।

খ হিসাব খোলার সময় আবেদনকারীর বিস্তারিত ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ে হিসাবগ্রহীতাকে যে ফর্ম বাধ্যতামূলকভাবে পূরণ করতে হয় তাকে KYC ফর্ম বলে।

লেনদেনের জালিয়াতি রোধ করার জন্য KYC (Know Yours Customer) ফর্ম পূরণ করা বাধ্যতামূলক। দেশে মানি লন্ডারিং আইন চালু হবার পর অপরাধীদের শনাক্ত করার জন্য হিসাব খোলার সময় KYC ফর্ম অবশ্যই পূরণ করতে হয়।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত ফাহিমের ব্যাংকিং সেবার ভিত্তিতে তার সঞ্চয়ী হিসাব খোলা উচিত।

যে ব্যাংক হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায়; কিন্তু সপ্তাহে দুইবারের বেশি উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সঞ্চয়ী হিসাবে ব্যাংক চেক প্রদান করে। এছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং সেবা সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব।

উদ্দীপকে ফাহিম আইডিয়াল কলেজের একজন ছাত্র। ব্যাংক হিসাব খোলার ক্ষেত্রে সে ATM, অনলাইনসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং সুবিধা চায়। এক্ষেত্রে সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে সে উক্ত সেবাসমূহ পেতে পারে। একজন ছাত্র হওয়ায় তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাণ সঞ্চয় সে বারবার ব্যাংকে জমা করতে পারবে। সঞ্চয়ী হিসাবে ব্যাংক সুদও দেয়। আবার অনলাইন ব্যাংকিংসহ অন্যান্য ই-ব্যাংকিং সেবাও দিয়ে থাকে। ফাহিম সঞ্চয়ী হিসাব খোলার মাধ্যমে ব্যাংক থেকে চেক বই পেতে পারে। সুতরাং ফাহিমের চাহিদা এবং সঞ্চয়ী হিসাবের যাবতীয় সুবিধা বিবেচনায় তার সঞ্চয়ী হিসাব খোলাই উত্তম।

ঘ উদ্দীপকের ফাহিমের বাবা ফাহিমের ব্যাংক হিসাব অর্থাৎ সঞ্চয়ী হিসাব খুললে সমস্যা সৃষ্টি হবে।

সঞ্চয়ী হিসাব সাধারণত স্বল্প আয়ের মানুষদের জন্য প্রযোজ্য। পক্ষান্ড়রে, চলতি হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া এবং উত্তোলন করা যায় বিধায় এটি ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।

উদ্দীপকে ফাহিম কলেজের ছাত্র। সে তার ব্যাংক হিসাব থেকে ATM, অনলাইনসহ বিভিন্ন ধরনের সেবা চায়। তার জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযুক্ত। পক্ষান্ড়রে, তার বাবা ঢাকার চক বাজারের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ের বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন ও কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য তিনি একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে চান। এক্ষেত্রে তিনি যদি ফাহিমের মতো সঞ্চয়ী হিসাব খোলেন তাহলে তার জন্য সমস্যা হবে। কারণ তিনি একজন ব্যবসায়ী আর ফাহিম একজন ছাত্র। একজন ব্যবসায়ী হিসেবে ফাহিমের বাবাকে দৈনিক অসংখ্য পরিমাণ লেনদেন করতে হবে। তার ব্যবসায়ের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করার জন্য তাকে দৈনিক অনেকবার জমা বা উত্তোলন করা লাগতে পারে। যা শুধু চলতি হিসাবের মাধ্যমেই সম্ভব। সঞ্চয়ী হিসাবে সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা সম্ভব নয়। কিন্তু ফাহিমের বাবার ব্যবসায়ে সপ্তাহে দুইবার টাকা উত্তোলন করে পরিচালনা করা সম্ভব না। আবার ব্যবসায়ের কাজে তার অনেক সময় জমাতিরিক্ত উত্তোলন করা লাগতে পারে যা সঞ্চয়ী হিসাবে সম্ভব নয়। সুতরাং বলা যায়, ফাহিমের বাবার সঞ্চয়ী হিসাব খুললে সমস্যার সৃষ্টি হবে, এজন্য তার চলতি হিসাব খোলা উচিত।

প্রশ্ন ▶৩৩ জনাব জামাল টঙ্গীতে বসবাস করেন। তিনি সোনালী ব্যাংকের টঙ্গী বাজার শাখায় একটি হিসাব খোলেন। উক্ত হিসাবে তিনি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বারবার অর্থ জমা দিতে পারবেন এবং মেয়াদান্ড়ে একবারে বা কিস্ড়িতে টাকা উত্তোলন করতে পারবেন। জামালের ভাই কামাল জাপানে থাকেন। বাংলাদেশে তার মাকে টাকা পাঠানোর জন্য সোনালী ব্যাংকে তার একটি সঞ্চয়ী হিসাব রয়েছে। উক্ত হিসাবে বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ দেশীয় মুদ্রায় রূপান্ড়রপূর্বক জমা রাখা হয়। *[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]*

ক. জমা রসিদ বই কী? ১

খ. জাতীয় মূলধন গঠনে ব্যাংক হিসাবের ভূমিকা আলোচনা করো। ২

গ. জনাব জামাল সোনালী ব্যাংকে কোন ধরনের হিসাব খুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জাপান প্রবাসী কামাল যে ধরনের হিসাব খুলেছেন তা কি তার জন্য উপযুক্ত? মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হিসাবে অর্থ জমাদানকারী গ্রাহককে ব্যাংকের পক্ষ থেকে ছাপানো যে রসিদ বই সরবরাহ করা হয় তাকে জমা রসিদ বই বলে।

খ জাতীয় মূলধন গঠনে ব্যাংকসমূহ শক্তিশালী ভূমিকা রাখে।

ব্যাংক হিসাব জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে এবং মানুষের বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অর্থ সংগ্রহ করে। এসব অর্থ দিয়ে ব্যাংক বড় ধরনের মূলধন গঠন করে শিল্প ও বড় বড় ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে। যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় দিয়ে সম্ভব না।

গ জনাব জামাল সোনালী ব্যাংকে পৌনঃপুনিক হিসাব খুলেছেন।

যে হিসাবে আমানতকারী একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বারবার অর্থ জমা করতে পারে এবং মেয়াদান্ড়ে একবারে বা কিস্ড়িতে টাকা উত্তোলন করতে পারে তাকে পৌনঃপুনিক হিসাব বলে।

উদ্দীপকের জামাল টঙ্গীতে বসবাস করেন। তিনি সোনালী ব্যাংকের টঙ্গী বাজার শাখায় একটি হিসাব খোলেন। তার হিসাবটিতে তিনি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ড় বারবার টাকা জমা দিতে পারবেন। কিন্তু উত্তোলন করতে পারবেন একেবারে মেয়াদ শেষে। মেয়াদান্ড়ে জনাব জামাল তার হিসাবের টাকা একেবারেও উত্তোলন করতে পারেন, আবার কিস্ড়িতেও উত্তোলন করতে পারেন। এছাড়া এই হিসাবে তিনি সঞ্চয়ী হিসাবের চেয়ে বেশি হারে সুদ পাবেন। কারণ হিসাবটিতে সঞ্চয়ী হিসাবের মতো বারবার অর্থ জমা দেয়া গেলেও উত্তোলন করা যায় শুধু মেয়াদ শেষে। ফলে ব্যাংক উক্ত আমানতটি ঋণদানের কাজে ব্যবহার করতে পারে। এসব বৈশিষ্ট্য বিচারে বলা যায়, জনাব জামাল সোনালী ব্যাংকে পৌনঃপুনিক হিসাব খুলেছেন।

ঘ জাপান প্রবাসী কামালের অনাবাসিক বহিঃস্থ হিসাবটি তার জন্য উপযুক্ত।

কোনো নাগরিক দেশের বাইরে অবস্থানকালে দেশের কোনো শাখায় সঞ্চয়ী বা স্থায়ী হিসাব খুললে তাকে অনাবাসিক বহিঃস্থ হিসাব বলে। এরূপ হিসাবে বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ দেশীয় মুদ্রায় রূপান্ড়রপূর্বক জমা রাখা হয়।

উদ্দীপক জনাব জামাল টঙ্গীতে বসবাস করেন। তার ভাই কামাল জাপান থাকেন। বাংলাদেশে তার মাকে টাকা পাঠানোর জন্য তার একটি সঞ্চয়ী হিসাব আছে সোনালী ব্যাংকে। উক্ত হিসাবে বিদেশ থেকে জনাব কামালের প্রেরিত অর্থ দেশীয় মুদ্রায় জমা করা হয়। কামালের হিসাবটি একটি অনাবাসিক বহিঃস্থ হিসাব, যা আমরা হিসাবটির বৈশিষ্ট্য থেকে বুঝতে পারি।

হিসাবটি জনাব কামালের জন্য উপযুক্ত। কারণ এই হিসাবের মাধ্যমে তিনি অর্থ প্রেরণ করার ফলে তা দেশীয় মুদ্রায় রূপান্ড়রিত হয়ে জমা হয়। কামাল যেহেতু তার মাকে টাকা পাঠান, দেশীয় মুদ্রায় রূপান্ড়রিত করার ফলে তার মাকে ঝামেলা পোহাতে হয় না। অর্থাৎ অনাবাসিক বহিঃস্থ হিসাবটি থাকার কারণে কামাল সহজে লেনদেন করতে পারছেন বিধায় হিসাবটি তার জন্য উপযুক্ত।

প্রশ্ন ▶৩৪ জনাব আলিমুদ্দিন চাকরিজীবন শেষে চাকরিরত সন্ড়ানদের রেখে সস্ত্রীক গ্রামে চলে এসেছেন। তিনি অবসর সময়ে এককালীন যে টাকা পেয়েছিলেন তা গ্রামের অদূরে একটি ব্যাংকে এমন একটা হিসাব জমা রেখেছেন যেখান থেকে আয় বেশি আসবে। তবে তিনি চেক বই পাননি। ব্যাংক কর্মকর্তাদের কথামতো তিনি আরেকটি হিসাব খুলেছেন। যেখানে আগের হিসাব থেকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আয় এ হিসাবে জমা হয়। তাকে চেক বই ও জমা বই দেওয়া হয়েছে। ছেলেমেয়েরাও তার হিসাবে টাকা পাঠায়। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]*

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১

খ. একজন ব্যবসায়ীর জন্য কোন ধরনের হিসাব উত্তম ও কেন? ২

গ. উদ্দীপকের জনাব আলিমুদ্দিন ব্যাংকে প্রথমে কোন ধরনের হিসাব খুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পরে খোলা হিসাবটিতে আয় কম হলেও তিনি এর মাধ্যমে অধিক ব্যাংকিং সেবা পাবেন –বক্তব্যের যথার্থতা উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহককে আর্থিক লেনদেন করার ও অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করার সুযোগ দেয় তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

খ একজন ব্যবসায়ীর জন্য চলতি হিসাব উত্তম।
ব্যবসায়ীদের সাধারণত বেশি বেশি লেনদেন করতে হয় তাদের ব্যবসায়ের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করার জন্য। আর চলতি হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেওয়া যায় এবং উত্তোলন করা যায়। এ কারণেই চলতি হিসাব ব্যবসায়ীদের জন্য উত্তম।

গ উদ্দীপকে জনাব আলিমুদ্দিন ব্যাংকে প্রথমে স্থায়ী হিসাব খুলেছেন।
যে হিসাব একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে সাধারণত টাকা উত্তোলন করা যায় না তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। স্থায়ী হিসাবে ব্যাংক উচ্চ হারে সুদ প্রদান করে, কিন্তু কোনো চেক বই প্রদান করে না।
উদ্দীপকে জনাব আলিমুদ্দিন চাকরিজীবন শেষে চাকরিরত সন্তানদের রেখে সস্ত্রীক গ্রামে চলে এসেছেন। তিনি অবসর সময়ে এককালীন যে টাকা পেয়েছিলেন তা গ্রামের অদূরে একটি ব্যাংক হিসাবে রেখেছিলেন। যেখান থেকে বেশি পরিমাণে আয় আসবে। তবে ব্যাংক জনাব আলিমুদ্দিনকে এই হিসাবের বিপরীতে কোনো চেক বই ইস্যু করে নি। শুধু স্থায়ী হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যাংক চেক বই ইস্যু করে না। কারণ স্থায়ী হিসাবের টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে তোলা যায় না। আবার স্থায়ী হিসাবে সুদের হার সর্বোচ্চ হওয়ায় আয়ের পরিমাণও বেশি। তাই বলা যায় জনাব আলিমুদ্দিনের প্রথম হিসাবটি ছিল স্থায়ী হিসাব।

ঘ পরে খোলা সঞ্চয়ী হিসাবটিতে আয় কম হলেও তিনি এর মাধ্যমে অধিক ব্যাংকিং সেবা পাবেন –উক্তিটি যথার্থ।
যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায়; কিন্তু সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সঞ্চয়ী হিসাবে ব্যাংক চেক বই ইস্যু করে। এছাড়া অনলাইন ব্যাংকিং, ফান্ড ট্রান্সফার নানাবিধ সুবিধা পাওয়া যায়।
উদ্দীপকে জনাব আলিমুদ্দিন তার চাকরিজীবনের শেষে গ্রামে চলে এসেছেন এবং যে টাকা পেয়েছেন তা একটি স্থায়ী ব্যাংক হিসাবে জমা রাখেন। স্থায়ী হিসাবে ব্যাংক কোনো চেক বই ইস্যু করে না। ব্যাংক কর্মকর্তাদের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি আরেকটি হিসাব খোলেন। এ হিসাবে আগের স্থায়ী হিসাব থেকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আয় এসে জমা হয়। তাছাড়াও তিনি এ হিসাবের বিপরীতে একটি চেক বই এবং একটি জমা বই পেয়েছেন। তার চাকরিরত ছেলেমেয়েরাও এই হিসাবে টাকা পাঠায়। অর্থাৎ পূর্বের হিসাবের চেয়ে তিনি পরের হিসাবটিতে অনেক বেশি সুবিধা পাচ্ছেন।
স্থায়ী হিসাব সাধারণত খোলা হয় অলস টাকা হাতে না রেখে ব্যাংকে রাখার জন্য। যাতে ব্যাংক থেকে সুদ পাওয়া যায়। এ হিসাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য টাকা জমা করা হয়, সময় শেষে সুদসমেত পুরো টাকা উত্তোলন করা হয়। এ হিসাবে কোনো চেক বইয়ের প্রয়োজন হয় না। যার ফলে জনাব আলিমুদ্দিনকে কোনো চেক বই দেয়া হয় নি। পক্ষান্তরে সঞ্চয়ী হিসাবকে অনেক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। যেমন জনাব আলিমুদ্দিন সেখান থেকে সুদ পাচ্ছেন। তার ছেলেমেয়েরা টাকা পাঠাতে পারছে, তিনি চেকবই পেয়েছেন ইত্যাদি। আবার ইচ্ছা করলে তিনি অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধাও নিতে পারবেন। এগুলোর কোনোটিই স্থায়ী হিসাবে পাওয়া সম্ভব নয়। তবে সঞ্চয়ী হিসাবে সুদের হার তুলনামূলকভাবে কম। সুতরাং বলা যায়, উলি-খিত উক্তিটি পুরোপুরি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶৩৫ বাবুল সাহেবের হিসাবে ১,৫০,০০,০০০ টাকা জমা আছে। তিনি ২০ জুলাই ২০১৫ তারিখে সকাল ১০টায় ১,০০,০০০ টাকা উত্তোলনের জন্য ব্যাংকে একটি চেক পাঠান। দুপুর ১২টায় ৭৫,০০,০০০ টাকা জমা দেন। বিকাল ২টায় করিম সাহেবকে ৯০,০০,০০০ টাকার চেক প্রদান করেন। ঐ দিনই বিকাল ৩টায় চেকের টাকা তুলতে গেলে ব্যাংক করিম সাহেবকে টাকা প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। এতে বাবুল সাহেবের ব্যবসায়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। *[সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ; কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. বাহক চেক কী? ১
খ. চেকে দাগকাটা হয় কেন? ২
গ. বাবুল সাহেব কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ব্যবসায়ে সুনাম বজায় রাখতে এখানে কী করণীয়? ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চেকের অর্থ চাহিবামাত্র ব্যাংক বাহককে প্রদান করে তাকে বাহক চেক বলে।

খ অধিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেকে দাগকাটা হয়।
দাগকাটা চেক গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হয়। এই চেকের টাকা প্রকৃত প্রাপক ছাড়া অন্য কেউ সংগ্রহ করতে পারে না। সাধারণত বড় অঙ্কের অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে দাগকাটা চেক বেশি ব্যবহার করা হয়। তাই এ চেক অধিক নিরাপদ।

গ বাবুল সাহেব সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালনা করেছেন।
সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে আমানতকারী দিনে যতবার ইচ্ছা অর্থ জমা দেয়। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে অর্থ উত্তোলন করতে পারে না।
উদ্দীপকে বর্ণিত বাবুল সাহেবের হিসাবে ১,৫০,০০,০০০ টাকা জমা আছে। তিনি ২০ জুলাই ২০১৫ তারিখে সকাল ১০টায় ১,০০,০০০ টাকা উত্তোলনের জন্য ব্যাংকে একটি চেক পাঠান। দুপুর ১২টায় ৭৫,০০,০০০ টাকা জমা দেন। বিকাল ২টায় করিম সাহেবকে ৯০,০০,০০০ টাকার চেক প্রদান করেন। কিন্তু বিকাল ৩টায় ব্যাংক করিম সাহেবকে চেকের অর্থ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। সঞ্চয়ী হিসাবের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে চেকের অর্থ উত্তোলন করা যায় না। সাধারণত এ হিসাবে ১ লক্ষ টাকার বেশি অর্থ উত্তোলন করা যায় না। বিশেষ প্রয়োজনে ১ লক্ষ টাকার বেশি অর্থ উত্তোলন করতে চাইলে ব্যাংককে আগেই নোটিশ দিতে হবে। তাই বলা যায়, বাবুল সাহেব সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালনা করেছেন।

ঘ ব্যবসায়ে সুনাম বজায় রাখতে বাবুল সাহেবের চলতি হিসাব পরিচালনা করা উচিত।
চলতি হিসাবের মাধ্যমে আমানতকারী প্রয়োজন অনুযায়ী যতবার ইচ্ছা অর্থ জমা দিতে এবং উত্তোলন করতে পারে। ব্যবসায়ীর জন্য চলতি হিসাব উপযোগী।
উদ্দীপকে বর্ণিত বাবুল সাহেব ২০ জুলাই, ২০১৫ তারিখে সকাল ১০টায় ১,০০,০০০ টাকা উত্তোলনের জন্য ব্যাংকে একটি চেক পাঠান। দুপুর ১২ টায় ৭৫,০০,০০০ টাকা জমা দেন। বিকাল ২টায় করিম সাহেবকে ৯০,০০,০০০ টাকার চেক প্রদান করেন। কিন্তু বিকাল ৩টায় করিম সাহেবকে চেকের অর্থ প্রদানে ব্যাংক অস্বীকৃতি জানায়।
বাবুল সাহেবের সঞ্চয়ী হিসাবে চলতি হিসাবের মতো বহুবার অর্থ জমা ও উত্তোলনের সুযোগ নেই। ফলে বাবুল সাহেবের ব্যবসায়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এজন্য তার ব্যবসায়ের প্রয়োজন পূরণে চলতি হিসাব উপযুক্ত। উক্ত হিসাবের মাধ্যমে তিনি জমাকৃত অর্থ যেকোনো সময় চাহিবামাত্র উত্তোলন করতে পারবেন। এভাবে তিনি প্রয়োজন মতো লেনদেন করার মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারবেন। এছাড়াও তিনি জমাতিরিক্ত ঋণ নিতে পারবেন। সুতরাং, চলতি হিসাবে লেনদেন করে বাবুল সাহেব তার ব্যবসায়ের সুনাম বজায় রাখতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶৩৬ আনিকা সম্প্রতি এইচএসসি পরীক্ষা পাসের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কেটিংয়ে ভর্তি হয়েছে। তার বাবা তার জন্য প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করেন। আনিকা এ অর্থ জমা ও উত্তোলনের জন্য একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে গেলে ব্যাংক আবেদন ফর্ম ছাড়াও বিশেষ একটি ফর্ম পূরণ করতে বলে। উক্ত ফর্মে গ্রাহকের

নাম, পেশা, অর্থের উৎস প্রভৃতি উলে-খ করতে হয়। এটি পূরণ করা আইনত বাধ্যতামূলক। *[সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর]*

ক. ফ্যাক্টরিং কী? ১

খ. নমুনা স্বাক্ষর কার্ড বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আনিকার জন্য কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব উপযুক্ত? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. আনিকা ব্যাংক হিসাব খোলার সময় যে বিশেষ ফর্ম পূরণ করেছে ব্যাংকের জন্য উক্ত ফর্মের গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাপ্য বিল মেয়াদপূর্তির পূর্বেই কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট কম দামে বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করাকে ফ্যাক্টরিং বলে।

খ চেকের স্বাক্ষর ঠিক আছে কিনা তা মিলিয়ে দেখার জন্য হিসাব খোলার সময় ব্যাংক যে কার্ডে গ্রাহকের স্বাক্ষর সংরক্ষণ করে তাকে নমুনা স্বাক্ষর কার্ড বলে।

নমুনা স্বাক্ষর কার্ডের সাথে স্বাক্ষর মিলিয়ে ব্যাংক চেকের বৈধতা যাচাই করে। অর্থাৎ হিসাব খোলার সময় গ্রাহক যে স্বাক্ষর প্রদান করেছিল সেটি চেকের স্বাক্ষরের সাথে মিল আছে কিনা তা দেখার জন্য নমুনা স্বাক্ষর কার্ড সংরক্ষণ করা হয়।

গ আনিকার জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযুক্ত।

যে হিসাবে যতবার খুশি টাকা জমা দেওয়া যায় কিন্তু সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সঞ্চয়ী হিসাবে ব্যাংক সামান্য সুদ দেয় এবং চেক বই ও জমা বই ইস্যু করে। এই হিসাব স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য উপযোগী।

উদ্দীপকে আনিকা সম্প্রতি এইচএসসি পরীক্ষা পাসের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কেটিং বিভাগে ভর্তি হয়েছে। তার বাবা তার জন্য প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করেন। আনিকা এই টাকা জমা ও উত্তোলন করার জন্য একটি হিসাব খুলতে চান। তিনি একজন ছাত্রী হওয়ায় তার লেনদেনের পরিমাণ হবে অনেক কম। ফলে তার জন্য উপযুক্ত হিসাব হলো সঞ্চয়ী হিসাব। এছাড়া এই হিসাবের মাধ্যমে আনিকা অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা, এটিএম কার্ড এবং অন্যান্য ই-ব্যাংকিং সুবিধা পাবেন, যা অন্য কোনো ক্ষেত্রে সম্ভব না। তাই বলা যায়, আনিকার জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযুক্ত।

ঘ আনিকার ব্যাংক হিসাব খোলার সময়ের বিশেষ ফর্মটি KYC ফর্ম।

ব্যাংক হিসাব খোলার সময় আবেদন ফর্মের সাথে আবেদনকারীর বিভিন্ন তথ্য সংবলিত যে ফর্ম বাধ্যতামূলকভাবে হিসাবগ্রহীতাকে পূরণ করতে হয় তাকে KYC ফর্ম (Know Your Customer) বলে। ভুয়া লেনদেন ঠেকানো এবং অবৈধ অর্থের লেনদেন বন্ধ করার জন্য এই ফর্মের গুরুত্ব রয়েছে।

উদ্দীপকে আনিকা সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। তার বাবা তাকে মাসে মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পাঠান। সেই টাকা জমা ও উত্তোলন করার জন্য আনিকা একটি হিসাব খুলতে চায়। সঞ্চয়ী হিসাব খোলা তার জন্য উপযুক্ত হবে। তবে হিসাব খোলার সময় আবেদন ফর্মের পাশাপাশি তাকে একটি বিশেষ ফর্ম অর্থাৎ KYC ফর্ম পূরণ করতে হয়। উক্ত ফর্মে তার নাম, পেশা, অর্থের উৎস ইত্যাদি তথ্য দিতে হয়। আর এই ফর্মটি পূরণ করা বাধ্যতামূলক।

মানি লন্ডারিং আইন দেশে চালু হবার পর থেকে ভুয়া হিসাব খোলা ও লেনদেন নিয়ন্ত্রণের জন্য হিসাব খোলার সময় KYC ফর্ম পূরণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এতে যে তথ্যসমূহ দেওয়া হয় তা ব্যাংকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যেমন KYC ফর্মে হিসাবগ্রহীতার পেশা কী, তার অর্থের উৎস কী, হিসাবগ্রহীতা কোন ধরনের কাজের সাথে যুক্ত, প্রত্যাশিত আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ ইত্যাদি উলে-খ করা হয়। এতে করে উক্ত হিসাবের লেনদেনে কোনো ধরনের অসামঞ্জস্য হলেই ব্যাংক তা সহজেই চিহ্নিত করতে পারে এবং অবৈধ হলে তা প্রতিহত করতে পারে। তাই উদ্দীপকের আনিকা বাধ্যতামূলকভাবে KYC ফর্ম পূরণ করেছেন। এ থেকে বলা যায়, ব্যাংক হিসাব নিয়ন্ত্রের জন্য KYC ফর্ম গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶৩৭ কুবের মাঝি চাঁদপুরের একজন প্রতিষ্ঠিত মাছ ব্যবসায়ী। এবার ইলিশের মৌসুমে বড় অঙ্কের লেনদেন বেশি হওয়ায় সমস্ত ব্যবসায়িক লেনদেন তিনি ব্যাংকের মাধ্যমেই করেছেন। ১০ নভেম্বর তিনি ৫ লক্ষ টাকার তিনটি চেক ইস্যু করেন। ব্যাংকের সময় ও নিয়ম অনুযায়ী চেক ভাঙাতে গেলে সকল বৈধতা থাকা সত্ত্বেও ব্যাংকের নিজস্ব দুর্বলতার কারণে ব্যাংক অর্থ পরিশোধে অপারগতা জানায়। এরূপ ঘটনা আরও অনেক গ্রাহকের ক্ষেত্রেও ঘটে। *[চাঁদপুর সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যাংক পাস বই কী? ১

খ. ব্যাংক হিসাব খুলতে পরিচয়করণের প্রয়োজন পড়ে কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কুবেরের ব্যাংক হিসাবটি কোন ধরনের হিসাব? এ ধরনের ব্যাংক হিসাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ব্যাংকের উক্ত অপারগতায় কোন নীতির ব্যত্যয় ঘটেছে? যুক্তিসহ বর্ণনা করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সঞ্চয়ী হিসাবের গ্রাহককে তার লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের জন্য ব্যাংক ক্ষুদ্রাকৃতির যে বই সরবরাহ করে তাকে ব্যাংক পাস বই বলে।

খ কোনো শাখায় নতুন হিসাব খোলার জন্য আবেদনকারীকে পরিচয়করণের প্রয়োজন পরে।

ব্যাংক হিসাব খোলার সময় আবেদনপত্র জমা দানের পর একজন পরিচয়কারীকে নির্দিষ্ট স্থানে স্বাক্ষর দিয়ে সংশি-ষ্ট ব্যাংকে তার হিসাব নম্বর উলে-খ করতে হয়। এছাড়া আবেদনকারীর ছবিও পরিচয়দানকারী সত্যায়িত করেন। নতুন শাখায় হিসাব খোলার ক্ষেত্রে ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা এই পরিচয়করণের কাজটি করে থাকেন।

গ কুবেরের হিসাবটি চলতি হিসাব।

যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায় এবং উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি হিসাব বলে। চলতি হিসাব ব্যবসায়ীদের জন্য উপযোগী। এই হিসাবে ব্যাংক কোনো সুদ দেয় না। তবে জমাতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগ দিয়ে থাকে।

উদ্দীপকে চাঁদপুরের কুবের মাঝি একজন প্রতিষ্ঠিত মাছ ব্যবসায়ী। তার ব্যবসায়ের লেনদেনের পরিমাণ বেশি হওয়ায় এবারের মৌসুমে তিনি তার সমস্ত কাজ ব্যাংকের মাধ্যমে করেছেন। চলতি হিসাবে যেহেতু দিনে যতবার খুশি টাকা উত্তোলন করা যায়, তাই তিনি একই দিনে ৩টি চেক ইস্যু করেন। আবার তিনি ব্যবসায়ী হবার কারণে তার জন্য সবচেয়ে ভালো হিসাব হচ্ছে চলতি হিসাব। এই হিসাবের বিপরীতে ইচ্ছা করলে তিনি জমাতিরিক্ত উত্তোলন করতে পারবেন। সর্বোপরি বলা যায়, কুবের মাঝির হিসাবটি একটি চলতি হিসাব।

ঘ উদ্দীপকে ব্যাংকের তারল্য নীতির ব্যত্যয় ঘটেছে।

তারল্য নীতি অনুযায়ী ব্যাংককে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ হাতে রাখতে হয়। যেন কোনো গ্রাহক তার আমানত ফেরত চাওয়ামাত্র ব্যাংক তা ফেরত দিতে পারে। তারল্য নীতির ব্যত্যয় ঘটলে ব্যাংকের সুনাম কমে যায়।

উদ্দীপকের কুবের মাঝি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসায়ের লেনদেন এই মৌসুমে ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পাদন করেন। তিনি একই দিনে ৫ লক্ষ টাকার তিনটি চেক ইস্যু করেন। কুবের মাঝির চেকটি নিয়ম, সময়সহ সবদিক দিয়েই বৈধ ছিল। কিন্তু ব্যাংক তাদের নিজস্ব দুর্বলতার কারণে চেকের টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। মূলত ব্যাংকের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ তরল সম্পদ না থাকায় গ্রাহকের চেক অমর্যাদা হয়। শুধু কুবের মাঝির ক্ষেত্রেই নয়, এরকম আরো অনেক গ্রাহকের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে। ব্যাংকটি পর্যাপ্ত নগদ অর্থ হাতে না রেখে বিনিয়োগ করে ফেলেছে। ফলে ব্যাংকের মুনাফা বৃদ্ধি পেলেও তারল্য ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। তারল্য ঝুঁকির চূড়ান্ত প্রকাশ

হচ্ছে আমানতকারীর চেক অমর্যাদা হওয়া। কুবের মাঝির ব্যাংকটি তারল্য সমস্যার কারণে আমানতকারীর চেক অমর্যাদা করেছে। ফলে ব্যাংকটির সুনাম ক্ষুণ্ন হয়ে গ্রাহক কমে যাবে এবং ব্যাংকটি দেউলিয়া পর্যন্ড় হয়ে যেতে পারে। পরিশেষে বলা যায়, চেকের অর্থ পরিশোধ করতে না পারা তারল্য নীতির ব্যত্যয়।

প্রশ্ন ▶৩৮ জনাব নাহিদুল ইসলাম একজন অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী। তিনি তার চাকরির অবসরের টাকা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে চান। এজন্য তিনি তার নিকটস্থ অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজারের সাথে পরামর্শ করলে ম্যানেজার তাকে এমন একটি হিসাব খুলতে বলেন যেখানে একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে দ্বিগুণ অর্থ পাবেন, যা জনাব নাহিদুলের জন্য উপযুক্ত ও লাভজনক। *[লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যাংক হিসাব কত প্রকার? ১

খ. চলতি হিসাব, সঞ্চয়ী হিসাব থেকে পৃথক কেন? ২

গ. অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজার জনাব নাহিদুল ইসলামকে কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব খোলার পরামর্শ দিয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব নাহিদুল ইসলামের জন্য উক্ত হিসাব খোলা কতটুকু যৌক্তিক হবে? মূল্যায়ন করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হিসাব তিন প্রকার যেমন– চলতি হিসাব, সঞ্চয়ী হিসাব, স্থায়ী হিসাব।

খ চলতি হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রাহককে প্রয়োজনমতো যতবার ইচ্ছা অর্থ জমা দেওয়া ও উত্তোলনের সুযোগ দেয়।

সঞ্চয়ী হিসাবে দিনে বহুবার অর্থ জমা দেওয়া যায়। কিন্তু নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ নেই। চলতি হিসাবের আমানতের ওপর ব্যাংক সাধারণত কোনো সুদ দেয় না। তবে ব্যাংক এ হিসাবের ক্ষেত্রে জমাতিরিক্ত ঋণের সুযোগ দেয়। সঞ্চয়ী হিসাবে ব্যাংক এই ধরনের সুবিধা দেয় না। এসব কারণে চলতি হিসাব, সঞ্চয়ী হিসাব থেকে পৃথক।

গ অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজার জনাব নাহিদুল ইসলামকে স্থায়ী হিসাব খোলার পরামর্শ দিয়েছেন।

স্থায়ী হিসাবের ক্ষেত্রে আমানতকারী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ জমা রাখেন। তবে উক্ত সময়ের মধ্যে তিনি অর্থ উত্তোলন করতে পারেন না। এ হিসাবে আমানতের সমস্ড় অর্থ একত্রে জমা দিতে হয়।

উদ্দীপকের জনাব নাহিদুল ইসলাম তার চাকরির অবসরের অর্থ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে চান। এজন্য তিনি তার নিকটস্থ অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজারের সাথে পরামর্শ করেন। ম্যানেজার তাকে একটি হিসাব খুলতে বলেন, যে হিসাবে তিনি নির্দিষ্ট সময় শেষে দ্বিগুণ অর্থ পাবেন। এখানে হিসাবের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে ম্যানেজার তাকে স্থায়ী হিসাব খোলার প্রস্ড়াব দেন। উক্ত হিসাবের ক্ষেত্রে তিনি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ জমা রাখতে পারবেন। এছাড়া তিনি এ হিসাবে আমানতের ওপর অপেক্ষাকৃত উচ্চ হারে সুদ পাবেন। সবদিক বিবেচনায় বলা যায়, ম্যানেজার তাকে স্থায়ী হিসাব খোলার জন্য পরামর্শ দেন।

ঘ জনাব নাহিদুল ইসলামের জন্য স্থায়ী হিসাব খোলা যুক্তিসঙ্গত হবে।

এই হিসাবে একজন আমানতকারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ জমা রাখতে হয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি অর্থ উত্তোলন করতে পারেন না। আমানতকারীর অলস অর্থ জমার রাখার জন্য এই হিসাব উপযোগী।

উদ্দীপকে জনাব নাহিদুল ইসলাম তার চাকরির অবসরের অর্থ সঞ্চয় করার জন্য উদ্যোগী হন। এজন্য তিনি তার নিকটস্থ অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজারের সাথে আলাপ করেন। ম্যানেজার তাকে একটি হিসাব খুলতে পরামর্শ দেন, যে হিসাব তাকে একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে সুদ দেবে। উক্ত ব্যাংকের ম্যানেজার তাকে একটি স্থায়ী হিসাব খোলার জন্য পরামর্শ দেন। এ হিসাবে তিনি একত্রে সমস্ড় অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমা দিতে পারবেন। তার এই জমাকৃত আমানতের ওপর তিনি অধিক হারে সুদ পাবেন। তবে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমানতের অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন না। মেয়াদ শেষে তিনি জমাকৃত অর্থ উচ্চ সুদসহ উত্তোলন করতে পারবেন। তাই জনাব নাহিদুল ইসলামের জন্য স্থায়ী হিসাব খোলা উপযুক্ত হবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶৩৯ মি. চৌধুরী একজন ব্যবসায়ী। ভালো ব্যবসায় করছেন। ব্যাংকের সঙ্গে তার যথেষ্ট লেনদেন। যথেষ্ট টাকা ও জমা থাকছে কোম্পানির ব্যাংক হিসাবে। নতুন বিনিয়োগে যেতে চান না। বন্ধু মি. খান তাকে তার লাভজনক ব্যবসায়ে কিছু বিনিয়োগ করতে বললেন। কিন্তু মি. চৌধুরী ভাবছেন, আপাতত ব্যাংকেই নতুন হিসাব খুলে টাকা রাখবেন। এতে কিছু আয়ও হবে। পরে ভেবে চিন্ড়ে বিনিয়োগ করা যাবে। যথারীতি তিনি ব্যাংকে হিসাব খুললেন। ব্যাংক তাকে কোনো চেক বই দেয়নি। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট]*

ক. চলতি হিসাব কী? ১

খ. একজন চাকরিজীবীর জন্য কোন ধরনের হিসাব উপযোগী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. চৌধুরীর পূর্বে খোলা হিসাবটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. চৌধুরীর প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন হিসাবটি মানানসই হয়েছে –তুমি কি এ বক্তব্য সমর্থন করো? মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায় এবং উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি হিসাব বলে।

খ একজন চাকরিজীবীর জন্য সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাব উপযোগী।

যে হিসাবে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায়, কিন্তু সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। এই হিসাবে ব্যাংক স্বল্প হারে সুদ প্রদান করে। চাকরিজীবী ও স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য এই হিসাব উপযোগী।

গ মি. চৌধুরীর পূর্বে খোলা হিসাবটি একটি চলতি হিসাব।

চলতি হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেওয়া যায় এবং উত্তোলন করা যায়। সাধারণত ব্যবসায়ীরা এই হিসাব খুলে থাকেন। ব্যবসায়ীরা তাদের লেনদেন সঠিকভাবে বা সহজে নিষ্পত্তি করার জন্য চলতি হিসাব ব্যবহার করে। এই হিসাবের বিপরীতে কোনো সুদ দেয়া হয় না।

উদ্দীপকে মি. চৌধুরী একজন ব্যবসায়ী। তিনি ভালো ব্যবসায় করছেন। ব্যাংকের সঙ্গে তার যথেষ্ট লেনদেন আছে। তার ব্যাংক হিসাবে যথেষ্ট টাকাও জমা থাকছে। তিনি ব্যবসায়ী হওয়ায় ব্যাংকে তার হিসাবটি ছিল একটি চলতি হিসাব। এই হিসাবের মাধ্যমে তিনি তার ব্যবসায়ের যাবতীয় লেনদেন সম্পন্ন করেন। এছাড়া কোনো ধরনের ধরাবাধা নিয়ম না থাকায় তিনি ইচ্ছামতো টাকা জমা ও উত্তোলন করতে পারেন। এছাড়া তিনি হিসাবটির বিপক্ষে জমাতিরিক্তও উত্তোলন করতে পারবেন। তবে এই হিসাব থেকে কোনো ধরনের সুদ আয় করতে পারবেন না। কারণ এ হিসাবে ব্যাংক কোনো সুদ দেয় না। সুতরাং বলা যায়, মি. চৌধুরী একজন ব্যবসায়ী হওয়ায় লেনদেনের সুবিধার্থে চলতি হিসাব খুলেছিলেন।

ঘ মি. চৌধুরীর প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন হিসাবটি (স্থায়ী হিসাব) মানানসই হয়েছে –আমি বক্তব্যটি সমর্থন করি।

যে হিসাব একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয় এবং মেয়াদপূর্তির পূর্বে সাধারণত টাকা উত্তোলন করা যায় না তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। এই হিসাবে ব্যাংক উচ্চ হারে সুদ দেয়। মেয়াদপূর্তির আগে টাকা উত্তোলন করা যায় না বিধায় ব্যাংক কোনো চেক বই ইস্যু করে না।

উদ্দীপকে মি. চৌধুরী একজন ব্যবসায়ী। ব্যাংকের সাথে তার যথেষ্ট লেনদেন রয়েছে। যথেষ্ট টাকা জমা থাকছে তার ব্যাংক হিসাবে। তার বন্ধু মি. খান তাকে লাভজনক ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করার জন্য বলেন। তবে তিনি ব্যাংকে একটি নতুন হিসাব খুললেন যেখান থেকে তিনি কিছু পরিমাণ আয়ও করতে পারবেন। ব্যাংক তাকে কোনো চেক বই দেয়নি। অর্থাৎ মি. চৌধুরীর নতুন হিসাবটি স্থায়ী হিসাব।
মি. চৌধুরী ব্যবসায় করার ফলে তার ব্যাংক হিসাবে অনেক পরিমাণ টাকা জমা আছে। তিনি আর নতুন কোনো বিনিয়োগ করতে চান না বিধায় তার জন্য উপযুক্ত হিসাব হচ্ছে স্থায়ী হিসাব। কারণ তার অনেক টাকা চলতি হিসাবে জমা থাকলেও তিনি সেগুলো থেকে কোনো আয় পান না। আবার যেহেতু বিনিয়োগও করবেন না, তাই তার উত্তম বিকল্প হলো স্থায়ী হিসাবে জমা রাখা এবং উচ্চ হারে সুদ আয় করা। সুতরাং, মি. চৌধুরীর নতুন হিসাবটি তার প্রয়োজন অনুযায়ী মানানসই হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪০ মি. সেন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ব্যাংক হিসাবে ১,৫০,০০০ টাকা জমা আছে। ১৫ মার্চ সকাল ১০টায় তিনি ৫০,০০০ টাকা উত্তোলন করেন এবং দুপুর ১২টায় ৭৫,০০০ টাকা জমা দেন। দুপুর ২টায় মি. খানকে ১০,০০০ টাকার একটি চেক প্রদান করেন। মি. সেন তার সব আর্থিক লেনদেন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সম্পাদন করেন। *[চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১
খ. ব্যাংক হিসাব কীভাবে জনগণের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি করে। ২
গ. মি. সেন কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. একজন ব্যবসায়ী হিসেবে মি. সেন চলতি হিসাবের মাধ্যমে কী সুবিধা লাভ করতে পারেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হিসাব খোলার মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহককে আর্থিক লেনদেন ও অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের সুযোগ দেয় তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

খ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক জনগণের ছোট ছোট সঞ্চয় সংগ্রহ করে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি করে।
সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক অল্প পরিমাণ অর্থও সংরক্ষণের সুযোগ প্রদান করে। ফলে যে কেউ তাদের সঞ্চিত অর্থ অল্প হলেও তা ব্যাংক হিসাবে জমা রাখতে পারে এবং সুদ আয় করতে পারে। এতে বেশি বেশি সঞ্চয় করতে মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়।

গ মি. সেন চলতি হিসাব পরিচালনা করছেন।
যে হিসাবে যতবার খুশি টাকা জমা এবং উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি হিসাব বলে। সাধারণত ব্যবসায়ীরা এ ধরনের হিসাব খুলে থাকে।
উদ্দীপকে মি. সেন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তার ব্যাংক হিসাবে ১,৫০,০০০ টাকা জমা আছে। ১৫ মার্চ সকাল ১০টায় তিনি ৫০,০০০ টাকা উত্তোলন করেন। দুপুর ১২টায় ৭৫,০০০ টাকা জমা দেন। আবার ঐ দিনই দুপুর ২টায় মি. খানকে ১০,০০০ টাকার একটি চেক দেন। মি. সেন তার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমেই সমস্ত লেনদেন করেন। আর একজন ব্যবসায়ী হওয়ায় তার জন্য উপযুক্ত হিসাব হচ্ছে চলতি হিসাব। কারণ তার ব্যবসায়ের লেনদেন নিষ্পত্তি করার জন্য দিনে অনেকবার লেনদেন করা প্রয়োজন। ব্যাংকের অন্য কোনো হিসাবের মাধ্যমে তিনি বারবার লেনদেন করতে পারবেন না। যেমনটি তিনি করেছেন তার বর্তমান হিসাবে। তাই বৈশিষ্ট্য বিচারে বলা যায়, মি. সেনের হিসাবটি একটি চলতি হিসাব।

ঘ ব্যবসায়ীদের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক হিসাব হলো চলতি হিসাব।

চলতি হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমাদান এবং উত্তোলন করা যায়। এ হিসাবে জমাকৃত টাকার ওপর ব্যাংক কোনো সুদ দেয় না। সাধারণত ব্যবসায়ীরা এই ধরনের হিসাব পরিচালনা করে থাকে।
উদ্দীপকে মি. সেন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তার ব্যাংক হিসাবে ১,৫০,০০০ টাকা জমা আছে। তিনি ১৫ মার্চ মোট তিনবার লেনদেন করেন। যা থেকে বোঝা যায় তার হিসাবটি একটি চলতি হিসাব। এভাবে তিনি চলতি হিসাবের মাধ্যমে সুবিধাজনকভাবে তার সব লেনদেন সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ চলতি হিসাবের মাধ্যমে লেনদেন করা তার জন্য অনেক সুবিধাজনক।
মি. সেন তার চলতি হিসাব থেকে যে সুবিধাসমূহ পাবেন তার মধ্যে অন্যতম হলো তিনি তার ব্যবসায়ের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করার জন্য দিনে যতবার দরকার লেনদেন করতে পারবেন। প্রয়োজনে তিনি এ হিসাব থেকে জমাতিরিক্ত উত্তোলন করতে পারবেন। অর্থাৎ তার হিসাবে জমাকৃত অর্থের চেয়ে বেশি টাকা উত্তোলন করতে পারবেন যা অন্য কোনো হিসাবে সম্ভব নয়। আবার তিনি ব্যাংককে প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবহার করে পাওনা আদায় করাতে পারবেন এবং দেনা পরিশোধ করতে পারবেন। এই সুবিধাসমূহ শুধু চলতি হিসাব থেকেই মি. সেন পাবেন যা অন্য কোনো হিসাব থেকে পাওনা সম্ভব নয়। তাই তার মতো ব্যবসায়ীদের জন্য চলতি হিসাব সুবিধাজনক।